POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

## আল্লাহ্‌র বাণী

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ۚ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ

'তুমি বল, 'হে রাজ্যাধিপতি আল্লাহ্! তুমি যাহাকে চাহ রাজত্ব দান কর এবং যাহার নিকট হইতে চাহ রাজত্ব কাড়িয়া লও; এবং যাহাকে চাহ ইজ্জত দান করা এবং যাহাকে চাহ লাঞ্ছিত কর। সকল কল্যাণ তোমারই হস্তে।'

(আলে ইমরান, আয়াত: ২৭)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

# বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 5

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 31শে জানুয়ারী, 2019 24 জামাদি আল আওয়াল 1440 A.H

## আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

**যদি পাপ না থাকত, তবে মানুষের মধ্যে আত্মগরিমার গরল মাত্রারিক্তভাবে বৃদ্ধি পেয়ে তা মানুষকে ধ্বংসের পথে চালিত করত। কিন্তু তওবা এমনটি হওয়া থেকে বিরত রাখে এবং আত্মশ্লাঘা ও দাম্ভিকতার বিপর্যয় থেকে মানুষকে রক্ষা করে। যেখানে নবী করীম (সা.) পাপমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও দিনে সত্তর বার ইসতেগফার করতেন, সেখানে আমাদের কত চেষ্টা করা উচিত? পাপের প্রায়শ্চিত্ত সেই ব্যক্তিই করে না যে পাপ নিয়েই সন্তুষ্ট। আর যে ব্যক্তি পাপকে মন্দ জ্ঞান করে, পরিশেষে সে তা থেকে বিরত হবে।**

**বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)**

বয়আত সম্পর্কে অবহিত হওয়া উচিত যে, এর উপকার ও প্রয়োজনীয়তা কি? যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জিনিসের উপকার ও গুরুত্ব না জানা থাকে, তার যথাযোগ্য মূল্য চোখে ধরে না। উদাহরণ স্বরূপ, মানুষের বাড়িতে কত প্রকারের আসবাবপত্র থাকে। যেমন- টাকাকড়ি, জ্বালানি কাঠ ইত্যাদি। যে ধরণের বস্তু সেই প্রকারেই তার সুরক্ষা করা হয়। একটি কড়িকে রক্ষা করতে কেউ সেই ব্যবস্থা ও উপকরণ করবে না যা টাকার জন্য সে করবে। আর জ্বালানি কাঠ ইত্যাদিকে সে অযত্নে এক কোণে ফেলে রাখবে। এই নিয়মেই যেটি হারালে অধিক ক্ষতি, সে তার অধিক নিরাপত্তাকে অধিক গুরুত্ব দিবে। অনুরূপভাবে বয়াতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাপূর্ণ বিষয়টি হল তওবা, যার অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। তওবা সেই অবস্থার নাম যাতে মানুষ নিজের পাপের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে। যখন কোন ব্যক্তি পাপাচারপূর্ণ জীবনের লিপ্ত থাকে, তখন সে সেই অবস্থাতেই থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং পাপই যেন তার স্বভূমি হয়ে ওঠে। অতএব, তওবার অর্থ হল সেই ভূমি ত্যাগ করে বেরিয়ে আসা, আর 'রুজু' বা প্রত্যাবর্তনের অর্থ হল পবিত্রতা অবলম্বন করা। কারো পক্ষে এই বাসস্থান ত্যাগ করা অত্যন্ত দুরূহ বিষয় এবং এই কাজ করতে তাকে শত-সহস্র বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। কোন ব্যক্তি যখন তার নিজের পরিবার ছেড়ে যায় তখন তাকে কি অসহনীয় কষ্টই না বরণ করতে হয়, আর কাউকে যদি দেশান্তরিত হতে হয়, তবে বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনেদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। অনুরূপে , ঘরবাড়ি, কাঁথা-কম্বল, প্রতিবেশী, রাস্তাঘাট, অলি-গলি এবং বাজার-বন্দর- সব কিছু ত্যাগ করে সে এক নতুন দেশে এসে উপস্থিত হয় আর কখনো সে তার পূর্বের দেশে ফিরে যায় না। এরই নাম তওব। পাপাচার আর ধর্মনিষ্ঠা- এই দুইয়ের মিত্র এক হয় না। সুফিগণ এই রূপান্তরকে 'মৃত্যু' নামে অভিহিত করেছেন। যে ব্যক্তি তওবা করে, তাকে প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। বস্তুতঃ, প্রকৃত তওবা অসাধারণ ত্যাগস্বীকার দাবি করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা রহীম ও করীম। তিনি এমন ব্যক্তিকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দান করেন না, যতক্ষন পর্যন্ত বিনিময়ে তাকে যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতির দরুন উত্তম প্রতিদানে ভূষিত না করেন। اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ (আল বাকারা: ২২৩) আয়াতে এবিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যখন কোন তওবা ব্যক্তি করে, সে সর্বস্বান্ত ও অসহায় হয়ে যায়। এই কারণেই এমন ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার স্নেহ ও ভালবাসা লাভ করে এবং পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যান্য জাতি খোদা তা'লাকে রহীম ও করীম রূপে বিবেচনা করে না। খৃষ্টান জাতি খোদা তা'লাকে অত্যাচারী এবং পুত্রকে দয়াবান বলে মনে করে। কেননা, পিতা পাপ ক্ষমা করতে অস্বীকার করেছেন, অথচ পুত্র অপরের পাপের ক্ষমার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। পিতা ও পুত্রের মধ্যে এমন আকাশ-পাতাল ব্যবধান কল্পনা করা বড়ই নির্বুদ্ধিতা। পিতা ও পুত্রের মধ্যে সম মূল্যবোধ ও নৈতিকতা থাকাই দস্তর। (কিন্তু এখানে তা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়েছে)। যদি না আল্লাহ্ রহীম হতেন, তবে মানুষ এক মুহূর্তও জীবনধারণ করতে সক্ষম হত না। যিনি মানুষের কোন কর্ম সম্পাদনের পূর্বেই তার কল্যাণের জন্য হাজার হাজার জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষের পুণ্যকর্ম এবং তওবা গ্রহণ করবেন না, এমন ধারণাও কি কেউ করতে পারে?

### পাপ ও তওবার প্রকৃত তাৎপর্য

আল্লাহ্ প্রথমে পাপের জন্ম দিয়েছেন, এবং হাজার হাজার বছর পর তা ক্ষমা করার কথা চিন্তা করেছেন– পাপ সম্পর্কে এমন সিদ্ধান্ত নিতান্ত অসত্য ও অমূলক। উদাহারণস্বরূপ, মক্ষিকার দুটি ডানা থাকে, যার একটিতে প্রতিষেধক এবং অপরটিতে থাকে বিষ। অনুরূপভাবে মানুষের দুটি ডানা থাকে। একটি পাপের, অপরটি লজ্জাশীলতা, অনুশোচনা এবং অনুতাপের। এটি একটি সাধারণ নিয়ম। যেমন- কোন ব্যক্তি যদি তার ভৃত্যক নির্মমভাব প্রহার করে, তবে পরে সে অনুতপ্ত হয়। এখানে যেন দুটি ডানা একত্রে সঞ্চালিত হচ্ছে। বিষের সঙ্গে প্রতিষেধকও রয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রথমে এই বিষ কেনই বা সৃষ্টি করা হল? এর উত্তর হল, এটি বিষ হলেও, পরিমার্জিত করা হলে এর ঔষধীয় গুণকে কাজে লাগানো যায়। যদি পাপ না থাকত, তবে মানুষের মধ্যে আত্মগরিমার গরল মাত্রারিক্তভাবে বৃদ্ধি পেয়ে তা মানুষকে ধ্বংসের পথে চালিত করত। কিন্তু তওবা এমনটি হওয়া থেকে বিরত রাখে এবং আত্মশ্লাঘা ও দাম্ভিকতার বিপর্যয় থেকে মানুষকে রক্ষা করে। যেখানে নবী করীম (সা.) পাপমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও দিনে সত্তর বার ইসতেগফার করতেন, সেখানে আমাদের কতই না অসাধারণ চেষ্টা করা উচিত? পাপের প্রায়শ্চিত্ত সেই ব্যক্তিই করে না যে পাপ নিয়েই সন্তুষ্ট। আর যে ব্যক্তি পাপকে মন্দ জ্ঞান করে, পরিশেষে সে তা থেকে বিরত হবে।

এরপর ৮ পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

# বয়আতের শর্তাবলী এবং আহ্‌মদীদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ
বঙ্গানুবাদ: শেখ জুলফিকার আলি মাহমুদ, মুরুব্বী সিলসিলা

## বয়আত এর শর্তাবলী

প্রথম ঃ- বয়আত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে, এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদা তা'লার সহিত অংশীবাদিতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

দ্বিতীয় ঃ- মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, পাপ, অবাধ্যতা, অন্যায়-অত্যাচার ও আত্মসাৎ, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হউকনা কেন, উহার শিকারে পরিণত হইবে না।

তৃতীয় ঃ- বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম (সাঃ)-এর প্রতি দরুদ পড়িবে। প্রত্যহ নিজ পাপ সমূহ ক্ষমার জন্য আল্লাহতা'লার নিকট প্রার্থনা করিবে। ইস্তিগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে তাঁহার অনুগ্রহরাজি স্বরণ করিবে, তাঁহার হাম্‌দ ও তারীফ (প্রশংসা) করিবে।

চতুর্থ ঃ- উত্তেজনা বশে অন্যায় রূপে, কথায় কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

পঞ্চম ঃ- সুখে দুখে, কষ্টে শান্তিতে, সম্পদে বিপদে সকল অবস্থায় খোদতালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে এবং সকল অবস্থায় তাঁহার মীমাংসা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদ পদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

ষষ্ঠ ঃ- সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবেনা। পবিত্র কোরআনের সমগ্র আদেশাবলী সম্পূর্ণ রূপে শিরধার্য করিবে। এবং জীবনের প্রতিক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ ও রসুলে করীম (সাঃ) এর আদেশকে অনুসরণ করিযা চলিবে।

সপ্তম ঃ- ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভির্যের সহিত জীবন যাপন করিবে।

অষ্টম ঃ- ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মানসম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

নবম ঃ- আল্লাহ্‌তা'লার প্রীতিলাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে। এবং খোদার নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

দশম ঃ- আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মঅনুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্‌ মাউদ (আঃ) সহিত যে ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইল , জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবেনা।

(ইশতেহার তকমীলে তবলীগ,১২ই জানুয়ারী,১৮৮৯ ইং)

কিছু বন্ধুবর্গের পত্রাবলী আসিয়াছে। তাঁহারা লিখিয়াছেন আমরা তো "তজদীদ-বায়াত" (বয়াতের নবায়ন) করিয়াছি এবং বায়াতের শর্তাবলীকে অনুসরণ করার জন্য অঙ্গীকার বদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু আমরা পরিপূর্ণভাবে অবগত নই যে ঐ বয়াতের দশটি শর্তের প্রকৃত তাৎপর্য কি? আমাদিগকে যাহা মান্য করিতে হইবে।।সুতরাং আমার স্মরণে আসিয়াছে এবং আমি উপলব্ধি করিয়াছি যে, উত্তম হইবে আজ জলসার অনুষ্ঠানেই এই বিষয়ে কিছু বক্তব্য রাখি। যেহেতু অতি বিশদ বিষয় সেহেতু পরিপূর্ণ ব্যাপারটি এই মুহূর্তে ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। কয়েকটি শর্তের উপর কিছু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিব। আবার পুনরায় অন্যান্য অনুষ্ঠান বা খোতবার মাধ্যমে এই বিষয় উপস্থাপন করিব। (ইনশা আল্লাহ্‌)

## বয়আত এর অর্থ কি?

সর্বপ্রথম কথা এই যে, বায়াত বাস্তবে কি? তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আমি হাদিস সমূহ এবং হযরত মসীহ্‌ মাউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতির আলোকে করিতেছি। হুযুর আলায়হেসসালাম বলেন,-"এই যে বয়াত, আসলে ইহার শাব্দিক অর্থ নিজ অস্তিত্বকে খোদার সমীপে বিক্রয় করিয়া দেওয়া। তাহার অনুগ্রহরাজি এবং প্রতিক্রিয়া সমূহ এই শর্তের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যেমন একটি বীজ যখন মাটিতে বপন করা হয় তখন তার প্রাথমিক অবস্থা এমনই হয় যেন ঐ কৃষকের হস্তে বপন করা তো হইল, কিন্তু সে নিজে অবগত নয় যে, এখন উহা কি হইবে। কিন্তু যদি ঐ বীজ উত্তম হয় এবং তাহার মধ্যে ক্রমোন্নতি হইবার সুযোগ থাকে তবে খোদার কৃপায় ঐ কৃষকের প্রচেষ্টায় তাহা উপরে উঠিয়া আসে এবং একটি দানা হইতে সহস্র দানা উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ একজন দীক্ষা গ্রহণকারী ব্যাক্তিকে প্রাথমিক অবস্থায় বিনয়ী ও নম্র হইতে হয় এবং নিজ অহং বোধ ও আত্মাভিলাষিতাকে বিসর্জন দিতে হয়।তখনই সে বৃদ্ধিলাভের যোগ্য পাত্র হইতে পারে কিন্তু যে ব্যক্তি দীক্ষা গ্রহণ করা সত্বে ও আত্মাভিলাষিতা বিদ্যমান রাখে সে কখনই খোদার আশীষ লাভ করিতে পারেনা।

(মালফুজাত ষষ্ঠ খন্ড পৃঃ-১৭৩)

**বয়আতের অর্থ খোদার সমীপে আত্মবিসর্জন করাঃ** পুনরায় তিনি (আঃ) বলেন-"বয়আতের অর্থ খোদার সমীপে নিজ জীবন বিলীন করিয়া দেওয়া। ইহার অর্থ এই যে, আজ আমি খোদার হস্তে নিজের জীবনকে বিক্রয় করিয়া দিয়াছি। ইহা সম্পূর্ণরূপে ভূল যে, খোদার রাস্তায় গমন করিয়া অবশেষে কেহ ক্ষতিগ্রস্তহয়। সত্যবাদী কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেনা। ক্ষতি তাহারই হয় যে মিথ্যুক। যে বৈষয়িক কারণে বয়াতের সেই অঙ্গিকার যাহা সে খোদার সমীপে করিয়াছে ভঙ্গ করিয়া দেয়। ঐ ব্যাক্তি যে কেবল পৃথিবীর ভয়ে ভীত হইয়া এইরূপ কর্মে লিপ্ত হয় সে যেন স্মরণ রাখে যে, মৃত্যুর সময় কোন বিচারক বা বাদশা তাহাকে মুক্ত করিতে পারিবে না। তাহাকে সর্ব্বোচ্চ বিচারকের সমীপে যাইতে হইবে। যিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, তুই কেন আমার কর্ম করিস নাই? সেইজন্য প্রত্যেক মোমেন ব্যাক্তির প্রয়োজন যে, সে যেন সেই খোদা যিনি "গগন ভুবনের প্রতিপালক", তাঁহার উপর ইমান আনয়ন করে এবং প্রকৃত ক্ষমা প্রার্থী হয়।"

(মালফুজাত সপ্তম খন্ড পৃঃ-২৯,৩০)

হযরত আকদাস মসীহ্‌ মাউদ (আঃ)-এর এই সমস্ত আদেশ সমূহের মাধ্যমে পরিষ্কার হইয়া যায় যে, বায়আত বস্তটি কি? যদি আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই অবগত হইয়া যায় যে, আমার অস্তিত্ব এখন আমার নিজস্ব নয়। এখন আমাদিগকে যেকোন প্রক্রিয়ায় আল্লাহ্‌তালার বিধিনিষেধকে মান্য করিতে হইবে। তাঁহার অধীন হইতে হইবে এবং সমস্ত কার্য খোদার অনুগ্রহের জন্য হইবে। এটিই বয়আতের দশটি শর্তাবলীর সারসংক্ষেপ।

এখন আমি বিভিন্ন হাদীস সমূহ উপস্থাপন করিতেছি যেগুলির মধ্যে বায়আত সম্পর্কিত উল্লেখ পাওয়া যায়। আয়েযাল্লা বিন আব্দুল্লাহ্‌ হইতে বর্ণিত যে, ওবাদা বিন সামত (রাঃ) ঐ সমস্ত সাহাবী গণের মধ্যে ছিলেন এবং যাহারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যাহারা বয়আতে উকবাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন ওবাদা বিন সামত (রাঃ) তাঁহাকে বলেন যে, রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এই কথাটি ঐ সময় বলিয়াছিলেন যখন আপনার চতুপার্শ্বে সাহাবাগণের একটি জামাত উপস্থিত ছিলেন, এসো আমার এই শর্তের উপর বয়আত গ্রহণ কর-যে, তুমি কোন বস্তকেও আল্লাহর শরিক (অংশিবাদিতা) করিবেনা এবং তুমি চুরি করিবেনা, পরগমন করিবেনা এবং নিজ সন্তান সন্ততিদিগকে হত্যা করিবেনা, তুমি মিথ্যা অপবাদ দিবেনা সেই সঙ্গে কোন চিরন্তন সত্য কথায় আমার অবমাননা করিবেনা। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই বয়আতের অঙ্গীকারকে পরিপূর্ণ করিয়া দেখাইবে তাহাকে প্রতিদান দেওয়া আল্লাহ্‌তালার দায়িত্ব। এবং যে কেহ এই অঙ্গীকার কিয়দংশ অসম্পূর্ণ রাখিবে তাহা হইলে যদি এই পৃথিবীতে তাহাকে শাস্তি প্রদান করা হয়, সেই শাস্তি তাহার জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আর যদি কেহ এই বয়আতের অঙ্গীকারের কিয়দংশ হ্রাস করে এবং তাহা সত্বেও আল্লাহ্‌তায়ালা তাহা গোপন রাখেন তবে তাহার বিষয়টি খোদার হস্তে অর্পিত থাকে। যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহাকে শাস্তি দিতে পারেন এবং হইলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন"।

(সহি বুখারী কিতাব মানাকেবুল আনসার, বাব ওফুদুল আনসার এলান্নবী (সাঃ) বেমক্কাতি বয়আতেলদিকরা)

(ক্রমশ:.....)

# জুমআর খুতবা

## “মসীহ মওউদ (আ.) কে গ্রহণ করার পর তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যই যাবতীয় সফলতা ও বিজয়ের নিশ্চয়তা দান করে ”

## নিষ্ঠা ও আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা বদরী সাহাবীগণ

**হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আররাবী আনসারী, হযরত আতিয়া বিন নওয়ায়রা, হযরত সাহাল বিন কায়েস, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হুমায়ের আল আশজায়ি, হযরত উবায়েদ বিন অউস আনসারী এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের রাযিআল্লাহু আনহুম আজমাঈন-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।**

**“আল্লাহ্ তা’লা যেভাবে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের এবং তাঁর সাথীদেরকে বিশ্বস্তার সঙ্গে নির্দেশের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবন করার শক্তি দিয়েছিলেন, অনুরূপে আমাদেরকেও তৌফিক দান করুন যেন, সেইভাবেই আমরাও যেন নির্দেশের অন্তর্নিহিত অর্থ অনুধাবনকারী হই এবং পূর্ণ আনুগত্যকারী হই। এবং আল্লাহ্ তা’লার অবিরাম কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হতে থাকি।”**

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ২৮ ডিসেম্বর , ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা ( ২৮ ফাতাহ, ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: আজ যেসব বদরী সাহাবীর কথা আমি উল্লেখ করব তাদের মাঝে প্রথম নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আররবি আনসারীর। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আররবি-এর সম্পর্ক খাযরাজের বনি আবজার শাখার সাথে ছিল। তার মায়ের নাম ছিল ফাতেমা বিনতে আমর। উকবার দ্বিতীয় বয়আতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। বদর, ওহুদ এবং মু’তার যুদ্ধে তার অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছে। মু’তার যুদ্ধে তিনি শাহাদতের মর্যাদা পেয়েছেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০৭) (তারিখে মদীনা ও দামাস্ক, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১, দারুল ফিকর দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৫)
দ্বিতীয় সাহাবী হলেন হযরত আতিয়া বিন নুয়ায়রা। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার সম্পর্কে এতটাই তথ্য রয়েছে, অর্থাৎ তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

(উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৪৫, আতিয়া বিন নুয়ায়রা, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

এরপর রয়েছেন হযরত সাহল বিন কায়েস। তার মায়ের নাম ছিল নায়েলা বিনতে সালামা। প্রসিদ্ধ কবি কাব বিন মালেকের তিনি চাচাতো ভাই ছিলেন। সাহল বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আর ওহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

মহানবী (সা.) প্রত্যেক বছর ওহুদের শহীদদের কবর যিয়ারতের জন্য যেতেন। তিনি যখন সেই উপত্যকায় প্রবেশ করতেন তখন উচ্চ স্বরে বলতেন, اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّار (আর রাদ: ২৫) সূরা রাদে আসসালামুআলাইকুম এর পরিবর্তে সালামুন আলাইকুম এর মাধ্যমে আয়াত আরম্ভ হয়। অর্থাৎ তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক কেননা তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ। اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّار সেই নিবাসের পরিণতি কতই না শুভ। মহানবী (সা.) এর পর হযরত আবু বকর, হযরত ওমর এবং হযরত উসমানও এই রীতি বজায় রেখেছিলেন। এরপর হযরত মুআবিয়া যখন হজ্জ বা ওমরাহ্-র জন্য আসতেন, তিনিও ওহুদের শহীদদের কবর যিয়ারতে যেতেন। মহানবী (সা.) বলতেন, لَيْتَ أَنِّي غُودِرْتُ مَعَ أَصْحَابِ الْجَبَلِ অর্থাৎ হায় আমি যদি এই পাহাড়বাসীদের সাথি হতে পারতাম। অর্থাৎ আমিও যদি এই শাহাদতের মর্যাদা পেতাম। একইভাবে হযরত সাদ বিন আবি ওকাস যখন মদিনার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত গাবা নামে একটি গ্রামের জমিতে যেতেন, তিনিও ওহুদের শহীদদের কবর যিয়ারত করতেন, তাদেরকে তিনবার সালাম করতেন, এরপর তার সাথিদের দিকে ফিরে তাদেরকে বলতেন যে, তোমরা কি এদেরকে সালাম করবে না, যারা তোমাদের সালামের উত্তর দিবেন? যে-ই তাদেরকে সালাম করবে কিয়ামত দিবসে তারা সালামের উত্তর দিবেন।

একবার মহানবী (সা.) হযরত মুসআব বিন উমায়েরের কবরের পাশ দিয়ে যান। সেখানে দাঁড়িয়ে দোয়া করেন। আর এই আয়াত তিলাওয়াত করেন

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ - فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ - وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا - (الاحزاب:24)

অর্থাৎ মুমিনদের মাঝে এমন সুপুরুষও রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র সাথে যে অঙ্গীকার করেছে তা পূর্ণ করে দেখিয়েছে। **‘মিনাল মুমেনীনা রিজালুন সাদাকু মা আহাদুল্লাহা আলাইহে।’** অতএব তাদের মাঝে এমন লোকও রয়েছে যে নিজের ‘মানত’ (অঙ্গীকার) পূর্ণ করেছে। আর তাদের মাঝে এমনও আছে যারা অপেক্ষায় আছে। আর তারা নিজেদের কর্মপন্থায় আদৌ কোন পরিবর্তন আনে নি। এরপর তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, কেয়ামত দিবসে তারা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে শহীদ গণ্য হবে। তোমরা তাদের কাছে এসো, তাদের (কবর) যিয়ারত করো এবং তাদেরকে শান্তির সম্ভাষণ প্রেরণ করো। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, কেয়ামত পর্যন্ত যে-ই তাদেরকে সালাম পৌঁছাবে, তারা তাকে উত্তর দিবেন। মহানবী (সা.) এর সাহাবীরা এখানে আসতেন আর তাদের জন্য দোয়া করতেন এবং তাদেরকে সালাম পৌঁছাতেন।

(কিতাবুল মাগাযি, পৃ: ২৬৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত)

হযরত সাহল বিন কায়েসের বোন হযরত সোখতা এবং হযরত উমরা-ও মহানবী (সা.) এর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং তাঁর হাতে বয়আতের কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত হয়েছেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩০১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

পরবর্তী সাহাবী হলেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হুমাইয়ের আলআশজায়ী। তার সম্পর্ক ছিল বনু দোহমানের সাথে,যারা ছিল আনসারদের মিত্র। তিনি তার ভাই হযরত খারেজার সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আর তিনি ওহুদের যুদ্ধেও যোগদান করেন।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১৮-২১৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

তার স্ত্রীর নাম হলো উম্মে সাবেত বিন হারেসা, যিনি মহানবী (সা.) এর ওপর ঈমান এনেছেন। (আল আসাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হুমাইয়ের সেই কয়েকজন সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা ওহুদের যুদ্ধে আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরের সাথে গিরিপথে দায়িত্ব পালনে অটল ছিলেন। বাকি সাহাবীরা মুসলমানদের বিজয় দেখে যখন অন্যান্য সাহাবীদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য নীচে নেমে যাচ্ছিলেন তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হুমাইয়ের তাদেরকে বোঝানোর জন্য দণ্ডায়মান হন। তিনি

প্রথমে খোদা তা'লার প্রশংসাকীর্তন করেন, আল্লাহ্‌তা'লা এবং মহানবী (সা.) এর আনুগত্য করার নসীহত করেন। কিন্তু তারা তার কথা মানেনি এবং চলে যায়। আর আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরের সাথে গিরিপথে দশ জনের অধিক কেউ ছিল না। ইত্যবসরে খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং ইকরামা বিন আবু জাহল গিরিপথ খালি দেখে যে কয়েকজন সাহাবী সেখানে ছিলেন তাদের ওপর হামলা করে বসে। এই ছোট্ট জামাতটি তাদেরকে লক্ষ্য করে তির নিক্ষেপ করে, কিন্তু তারা তাদের কাছে পৌঁছে যায় আর নিমিষেই তাদের সবাইকে শহীদ করে দেয়।

(আমতাউল আসমা, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২২৯, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৪৩৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল:১৯৯৯)

এর বিস্তারিত বিবরণ সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন। ওহুদের ঘটনার বর্ণনায় তিনি লিখেন যে, মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে অগ্রসর হন এবং ওহুদের পাদদেশে এমনভাবে অবস্থান গ্রহণ করেন যে, ওহুদ পাহাড় ছিল মুসলমানদের পেছনে আর মদিনা সামনে। এভাবে পিছনের দিক থেকে মুসলমান বাহিনীকে তিনি নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা নিলেন। পেছনের পাহাড়ে একটি গিরিপথ ছিল, যেদিক থেকে হামলা হওয়া সম্ভব ছিল। এর নিরাপত্তার জন্য তিনি ব্যবস্থা হিসেবে আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরের নেতৃত্বে ৫০ জন তিরন্দাজ সাহাবী মোতায়েন করেন। আর তাদেরকে তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দেন যে, যা-ই হোক না কেন তারা যেন সেই জায়গা পরিত্যাগ না করে আর শত্রুর ওপর তির নিক্ষেপ করা অব্যাহত রাখে। এই গিরিপথের নিরাপত্তার বিষয়ে তিনি এতটা সচেতন ছিলেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরকে বারবার বলেন যে, দেখ এই গিরিপথ যেন কোন মূল্যেই খালি না থাকে। এমনকি যদি তোমরা দেখ যে, আমরা জয়যুক্ত হয়েছি আর শত্রু পশ্চাৎপদ হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে তবুও তোমরা সেই জায়গা পরিত্যাগ করবে না। এমনকি যদি তোমরা দেখ যে, মুসলমানরা পরাজিত হয়েছে আর শত্রুরা আমাদের বিরুদ্ধে জয়যুক্ত হয়েছে তাহলেও তোমরা এই জায়গা ছাড়বে না। একটি রেওয়ায়েতে এই শব্দও রয়েছে যে, যদি তোমরা দেখ, পাখিরা আমাদের লাশ ছিঁড়ে ছিড়ে খাচ্ছে তাহলেও তোমরা এই স্থান থেকে নড়বে না। যতক্ষণ না তোমাদেরকে এখান থেকে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। অর্থাৎ যতক্ষণ মহানবী (সা.) এর পক্ষ থেকে নির্দেশ না আসে। এভাবে নিজেদের পশ্চাৎ দিককে সুরক্ষিত করে তিনি ইসলামী বাহিনীকে সারিবদ্ধ করেন। আর বিভিন্ন দলের পৃথক পৃথক আমীর নিযুক্ত করেন।.....

আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরের সাথিরা যখন দেখলো যে, এখন আমাদের জয় হয়েছে, তখন তারা তাদের আমীর আব্দুল্লাহ্‌কে বললো, এখন তো বিজয় লাভ হয়ে গেছে, মুসলমানরা 'গনিমতের' (যুদ্ধ পর পরিত্যক্ত) মাল সংগ্রহ করছে। আপনি আমাদেরকে সৈন্যবাহিনীর সাথে গিয়ে যোগ দেওয়ার অনুমতি দিন। আব্দুল্লাহ্ তাদেরকে নিষেধ করেন এবং মহানবী (সা.) এর তাকিদপূর্ণ নসীহতের কথা স্মরণ করান। কিন্তু তারা বিজয় উল্লাসে মেতে পড়ছিল। তাই তারা বিরত হয়নি, আর এই কথা বলতে বলতে নীচে নেমে যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর কথার অর্থ শুধু এটি ছিল যে, যতক্ষণ শতভাগ নিশ্চয়তা লাভ না হবে গিরিপথ যেন (প্রহরা) শূন্য না থাকে। এখন যেহেতু বিজয় লাভ হয়ে গেছে তাই গেলে কোন অসুবিধা নেই। আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের এবং তার ৫-৭ জন সাথি ছাড়া আর কেউ গিরিপথের সুরক্ষার জন্য ছিল না। খালিদ বিন ওয়ালিদের শ্যেনদৃষ্টি দূর থেকে গিরিপথের ওপর পড়ে এবং ময়দান খালি দেখতে পান। তখন তিনি তার অশ্বারোহী বাহিনীকে দ্রুত একত্রিত করে কালবিলম্ব না করে গিরিপথের অভিমুখে অগ্রসর হন। তার পিছনে ইকরামা বিন আবু জাহলও বাকি সৈন্যদেরকে নিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে সেখানে পৌঁছে। আর এই উভয় দল আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের এবং তার সাথিদেরকে নিমেষেই শহীদ করে ইসলামী বাহিনীর উপর পশ্চাৎ দিকে অতর্কিত হামলা করে।"

(সীরাত খাতামাননাবীঈন, প্রণেতা- হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ- পৃ: ৭৮৭-৪৮৮, ৪৯১)

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে হযরত উবায়েদ বিন অউস আনসারীর। তার পিতার নাম হলো অউস বিন মালেক। হযরত উবায়েদ বিন অউস বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বদরের যুদ্ধে তিনি আকিল বিন আবি তালেবকে বন্দি করেন। একইভাবে বলা হয় যে, তিনি হযরত আব্বাস এবং হযরত নউফেলকেও গ্রেপ্তার করেন। তিন জনকে রশিতে বেঁধে তিনি যখন মহানবী (সা.) এর কাছে উপস্থিত হন, তখন তিনি (সা.) বলেন, **'লাকাদ আআনাকা আলায়হিম মালাকুন করিম'**। অর্থাৎ নিশ্চয় এ বিষয়ে এক সম্মানিত ফেরেশতা তোমার সাহায্য করেছে। এই কারণে মহানবী (সা.) তাকে মুকাররেন অর্থাৎ শিকলাবদ্ধকারী উপাধি দিয়েছেন।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫২৮-৫২৯, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩) অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, বদরের যুদ্ধে হযরত আব্বাসকে যিনি বন্দি করেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত আবুল ইয়াসের কাব বিন আমর।

(উসদুল গাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩২৬-৩২৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

হযরত উবায়েদ বিন অউস হযরত উমায়মা বিনতে আননুমানকে বিয়ে করেন। হযরত উমায়মাও মহানবী (সা.) এর ওপর ঈমান আনেন এবং তাঁর হাতে বয়আতের কল্যাণে ভূষিত হন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৫৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরের। তার কথা পূর্বে এক সাহাবীর স্মৃতিচারণে উল্লেখ হয়েছে যিনি তার দলের নেতা ছিলেন এবং আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরের নায়েব ছিলেন। তিনি সেই সত্তর জন আনসারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা উকবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় উপস্থিত ছিল। তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ওহুদের যুদ্ধে তিনি শাহাদতের সৌভাগ্য লাভ করেন।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

হযরত আবুল আস, যিনি মহানবী (সা.) এর কন্যা হযরত জয়নবের স্বামী ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে মুশরেকদের পক্ষে যোগদান করেন। আর তাকে গ্রেপ্তার করেন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের।

(আল মুসতাদরিক আলাস সাহীহীন, কিতাব মারেফাতুস সাহাবা, হাদীস-৫০৩৭, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০২)

এর বিশদ বিবরণ দিতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবিঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন-

"মহানবী (সা.) এর জামাতা হযরত আবুল আস বদরের বন্দিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার মুক্তিপণ হিসেবে তার স্ত্রী হযরত জয়নব অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর কন্যা, যিনি তখনও মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন, কিছু জিনিসপত্র পাঠিয়েছিলেন, সেসবের মাঝে তার একটি হারও ছিল। এটি সেই হার ছিল যা হযরত খাদিজা তার কন্যাকে উপহার স্বরূপ দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.) যখন এই হার দেখেন তখন মরহুমা খাদিজার স্মৃতি তাকে বেদনাতুর করে তোলে, তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। তিনি সাহাবীদের বলেন, যদি তোমরা চাও তাহলে যয়নবের জিনিস তাকে ফেরত দিয়ে দাও। সাহাবীরা মহানবী (সা.) এর ইশারার অপেক্ষায় ছিলেন। যয়নবের সম্পদ অবিলম্বে তাকে ফেরত দেওয়া হয়। মহানবী (সা.) নগদ ফিদিয়ার পরিবর্তে আবুল আসের সাথে এই শর্ত নির্ধারণ করেন যে, তিনি মক্কায় গিয়ে জয়নবকে মদিনায় পাঠিয়ে দিবেন। আর এভাবে একজন মুমিন আত্মা কুফর বা অবিশ্বাসের বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পায়। কিছুকাল পর আবুল আসও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মদিনায় হিজরত করেন। আর এভাবে তারা স্বামী স্ত্রী পুনরায় একত্রিত হয়।"

(সীরাত খাতামাননাবীঈন, প্রণেতা- হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ- পৃ: ৩৬৮)

ওহুদের যুদ্ধে মহনবী (সা.) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরকে সেই ৫০ সদস্য বিশিষ্ট তিরন্দাজ বাহিনীর নেতা নিযুক্ত করেন যেটিকে তিনি মুসলমানদের পেছনে অবস্থিত গিরিপথের সুরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আব্দুল্লাহ্ বিন হুমাইয়ের এর ঘটনায় তুলে ধরা হয়েছে, আরো কিছু কথা, যা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন তা হলো মহানবী (সা.) খোদার সাহায্যের ভরসায় এগিয়ে যান আর

## ইমামের বাণী

**"দেখ, আমি তোমাদেরকে সত্য সত্যই বলছি, সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয়েছে, যে ধর্মের সাথে কিছু পার্থিব স্বার্থের সংমিশ্রণ রাখে।"**

(আল-ওসীয়্যত, পৃষ্ঠা: ১৯)

দোয়াপ্রার্থী: আযকারুল ইসলাম, জামাত আহমদীয়া আমাইপুর, বীরভূম

ওহুদের পাদদেশে এমনভাবে অবস্থান গ্রহণ করেন যে, ওহুদ পাহাড় থেকে যায় মুসলমানদের পশ্চাতে আর মদিনা যেন মুসলমানদের সামনে। এভাবে তিনি ইসলামী সেনার পশ্চাৎদিক সুরক্ষিত করেন। তিনি যে ব্যবস্থা হিসেবে আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরের নেতৃত্বে তিনি ৫০জন তিরন্দাজ সাহাবী মোতায়েন করেন আর তাদেরকে নির্দেশ দেন যে, যা-ই হোক না কেন তারা যেন সেই জায়গা পরিত্যাগ না করে আর শত্রুর ওপর তির নিক্ষেপ করা অব্যাহত রাখে।

(সীরাত খাতামাননাবীঈন, প্রণেতা- হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ- পৃ: ৪৮৭)

যেমনটি পূর্বেও বলা হয়েছে, এই গিরিপথের সুরক্ষার বিষয়ে মহানবী (সা.) এতটা সচেতন ছিলেন যে, তিনি আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরকে বারংবার বলেন যে, দেখ এই গিরিপথ যেন কোন অবস্থাতেই খালি না থাকে। আর বিজয় লাভ হলেও, শত্রু যদি পিছু হটে পালিয়েও যায় তাহলেও তোমরা সেই জায়গা পরিত্যাগ করবে না। আর মুসলমানরা যদি পরাজিতও হয় আর শত্রু আমাদের বিরুদ্ধে জয়যুক্তও হয় তবুও তোমরা এই জায়গা ছাড়বে না।

হযরত বারাআ বিন আযেব বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) ওহুদের দিন পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্বে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরকে নিযুক্ত করেন, আর তারা ছিল ৫০জন। তিনি (সা.) তাদেরকে বলেন, নিজেদের এই জায়গা থেকে নড়বে না। যদি এও দেখ যে, পাখি আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে তবুও নিজেদের জায়গায় অনড় থেকো, যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে ডেকে না পাঠাই। আর যদি তোমরা আমাদেরকে দেখ যে, আমরা মানুষকে পরাজিত করেছি, আর তাদেরকে পদপিষ্ট করেছি, তবুও এই স্থান ত্যাগ করবে না। যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে না ডাকি। এরপর মুসলমানরা তাদেরকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দেয়। হযরত বারাআ বলতেন, খোদার কসম, আমি মুশরেক নারীদেরকে দেখেছি, তারা ছুটে পালাচ্ছিল। আর তারা নিজেদের কাপড় উঠিয়ে রেখেছিল। (সে যুগে সৈন্যদের সাথে মহিলারাও যেতো, তাদেরকে রণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য।) তাদের পদসজ্জা আর পায়ের গোছা অনাবৃত হয়ে পড়ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরের সাথিরা এটি দেখে বলে, হে লোক সকল! চল গনিমতের মাল একত্রিত করি। তোমাদের সাথিরা জয়যুক্ত হয়েছে, কিসের অপেক্ষায় রয়েছ? আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের বলেন, তোমরা কি সেই কথা ভুলে গেছ যা মহানবী (সা.) তোমাদেরকে বলেছিলেন। যারা স্থান ত্যাগের পক্ষে ছিল তারা বললো, খোদার কসম আমরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিব এবং গনিমতের মাল একত্রিত করব। অর্থাৎ অন্যরা গনিমতের মাল সংগ্রহ করছে, আমরাও সেখানে যাব। যখন তারা সেখানে পৌঁছে তখন তারা হতোদ্যম হয়ে পড়ে এবং পরাজয় নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে। অর্থাৎ শত্রু হামলা করে আর বিজয় (পরাজয়ে) বদলে যায়। হযরত বারাআ বলেন, এটিই সেই ঘটনা যা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যখন রসূল তোমাদের পেছনের জামা'তে দণ্ডায়মান অবস্থায় তোমাদের ডাকছিলেন। এটি সূরা আলে ইমরানের আয়াত। মহানবী (সা.) এর কাছে তখন বারো জন সাহাবী ছাড়া আর কেউ ছিল না। অবিশ্বাসীরা আমাদের সত্তর ব্যক্তিকে শহীদ করে। মহানবী (সা.) এবং তার সাহাবীরা বদরের যুদ্ধে মুশরেকদের ১৪০ ব্যক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিলেন। ৭০ জন বন্দি হয় আর ৭০ জন মারা যায়। (ওহুদের পুরো ঘটনা এখানে বর্ণিত হচ্ছে। )

আবু সুফিয়ান তিন বার ডেকে বলে, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মদ আছে কি? মহানবী (সা.) উত্তর দিতে বারণ করেন। অর্থাৎ যখন সে দেখলো যে, কাফেরদের পরাজয় বিজয়ে পরিবর্তিত হয়েছে, তারা গিরিপথে দ্বিতীয়বার হামলা করে মুসলমানদের পরাজিত করেছে, তখন সে বলে যে, তোমাদের মাঝে মুহাম্মদ আছে কি? মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে উত্তর দিতে বারণ করেন। সে পুনরায় তিনবার ডেকে বলে যে, মানুষের মাঝে আবু কাহাফার পুত্র আছে কি? অর্থাৎ হযরত আবু বকর আছেন কি? আবার তিনবার জিজ্ঞেস করে যে, এদের মাঝে ইবনে খাত্তাব আছে কি? অর্থাৎ হযরত ওমর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। এরপর সে তার সাথিদের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। প্রতিবারই তার প্রশ্নের পর মহানবী (সা.) বলেন যে, উত্তর দিবে না। তিনি বলেন, এরপর সে তার সাথিদের দিকে ফিরে যায় এবং তাদেরকে বলে যে, এরা তো মারা গেছে। এই তিনজনই তাদের নেতা হতে পারত, তিনজনই নিহত হয়েছে। এটি শুনে হযরত ওমর নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এবং বলেন যে, হে আল্লাহ্র শত্রু! খোদার কসম তুমি মিথ্যা বলেছ। যাদের নাম তুমি নিয়েছ তারা সকলে জীবিত। আর যে বিষয় তোমার জন্য অসহনীয় তার অনেক কিছু এখনো তোমার দেখা বাকি আছে। আবু সুফিয়ান বলল, এই যুদ্ধ বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ। যুদ্ধ দাড়ি পাল্লার ন্যায় (কখনো একদিকে ঝুকে কখনো অন্যদিকে) কখনো এক পক্ষ বিজয়ী হয় আর কখনো অন্য পক্ষ। তোমরা তাদের মাঝে কিছু এমন মরদেহ দেখবে যাদের কতকের নাক কেটে ফেলা হয়েছে,অর্থাৎ অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছে। সে বলে যে, তবে আমি এর নির্দেশ দিই নি আর এটিকে অপছন্দও করি নি। এরপর সে এই রণসঙ্গীত গাইতে থাকে যে,ওলো হোবল, ওলো হোবল। অর্থাৎ হোবলের জয় হোক, হোবলের জয় হোক। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা কি এখন তাকে উত্তর দিবে না? সাহাবীরা বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমরা কি বলবো? তিনি বলেন, তোমরা বল- 'আল্লাহু আলা ওয়া আজাল'। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লাই সব থেকে মহান এবং সবচেয়ে বড় মর্যাদার অধিকারী। এরপর আবু সুফিয়ান বলে যে, আমাদের উযযা নামের প্রতিমা আছে, তোমাদের কোন উযযা নেই। এটি শুনে মহানবী (সা.)বলেন তোমরা কি এর উত্তর দিবে না? বারাআ বিন আযেব বলেন, সাহাবীরা বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি উত্তর দিব? তিনি বলেন, উত্তর দাও 'আল্লাহু মাওলানা ওয়া লা মাওলা লাকুম' অর্থাৎ আল্লাহ্ আমাদের সাহায্যকারী, তোমাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, হাদীস-৩০৩৯)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)ও এই ঘটনা সম্পর্কে বিশদ আলোচনার অবতারণা করেছেন, অর্থাৎ ওহুদ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন, যেসব সাহাবী মহানবী (সা.) এর চতুর্পাশে ছিলেন এবং যারা কাফের বাহিনীর স্রোতে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিলেন, কাফেরদের পিছনে সরে যেতেই তারা পুনরায় মহানবী (সা.) এর চতুর্পাশে সমবেত হয়ে যান। তাঁর পবিত্র দেহকে তারা উঠান, আর একজন সাহাবী হযরত উবায়দা বিন আল জাররাহ তার মাথায় ঢুকে যাওয়া পেরেক নিজের দাত দ্বারা টেনে বের করেন,যার ফলে তার দুটো দাত ভেঙে যায়। স্বল্পক্ষণ পরেই মহানবী (সা.) এর চেতনা ফিরে আসে। আর সাহাবীরা যুদ্ধক্ষেত্রের চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করেন যেন মুসলমানরা পুনরায় সমবেত হয়। পশ্চাদপসরণকারী মুসলমান বাহিনী পুনরায় একত্রিত হওয়া আরম্ভ হয়। তাদেরকে সাথে নিয়ে মহানবী (সা.)পর্বত পাদদেশে চলে যান। মুসলমান বাহিনীর অবশিষ্ট অংশ যখন পাহাড়ের পাদদেশে দণ্ডায়মান ছিল, আবু সুফিয়ান চিৎকার করে বলছিল যে, আমরা মুহাম্মদকে হত্যা করেছি। মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানে কথার উত্তর দেন নি, কেননা মুসলমানরা তখন দুর্বল অবস্থায় ছিল। এই আশঙ্কায় যে, পাছে বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হয়ে শত্রু আবার হামলা করে বসে, আর ক্ষতবিক্ষত মুসলমানরা পুনরায় শত্রুর আক্রমণের শিকার হয়। ইসলামী বাহিনীর পক্ষ থেকে এ কথার কোন উত্তর না পেয়ে আবু সুফিয়ানের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তার ধারণা সঠিক। আর সে অতি উচ্চ স্বরে বলে যে, আমরা আবু বকরকেও হত্যা করেছি। মহানবী (সা.) আবু বকরকেও কোন উত্তর দিতে বারণ করেন। এরপর আবু সুফিয়ান বলে যে, আমরা ওমরকেও হত্যা করেছি। তখন হযরত ওমর, যিনি খুবই তেজস্বী স্বভাবের ছিলেন, উত্তরে এটি বলতে চেয়েছিলেন যে, আমরা খোদার কৃপায় জীবিত আছি আর তোমাদের মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত আছি, কিন্তু মহানবী (সা.) নিষেধ করেন যে, মুসলমানদেরকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিও না, নীরব থাক। এতে অবিশ্বাসীদের দৃঢ় প্রতীতি জন্মে যে, আমরা ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাকেও হত্যা করেছি আর তার ডান এবং বাম বাহুও কেটে দিয়েছি। তখন আবু সুফিয়ান এবং তার সাথিরা আনন্দের আতিশয্যে জয়ধ্বনি দিতে থাকে-' ইয়া ওলো হোবল'। অর্থাৎ আমাদের সম্মানিত প্রতিমা হোবলের জয় হোক, কেননা সে আজকে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, সেই মহানবী (সা.),যিনি তার নিজের মৃত্যুর ঘোষণা, আবু বকরের মৃত্যুর ঘোষণা আর ওমরের মৃত্যুর ঘোষণা শুনেও নীরব থাকার নসীহত করছিলেন, যেন আহত মুসলমান বাহিনীর ওপর কাফের বাহিনী হামলা না করে বসে, আর মুষ্টিমেয় মুসলমানরা তাদের হাতে শহীদ না হয়ে যায়, কিন্তু এখন এক-অদ্বিতীয় খোদার সম্মানের যখন প্রশ্ন উঠে আর যুদ্ধক্ষেত্রে শিরকের জয়ধ্বনি উচ্চকিত করা হয় তখন তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তিনি প্রবল উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনার সাথে সাহাবীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলেন, তোমরা উত্তর দিচ্ছ না কেন? সাহাবীরা বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আমরা কী বলব? তিনি বলেন যে, বল!আল্লাহু আলা ও আজাল, আল্লাহু আলা ও আজাল। তোমরা মিথ্যা বলছ যে, হোবলের মান সমুন্নত হয়েছে। এক-অদ্বিতীয় আল্লাহই মহাসম্মানিতএবং তাঁর মহিমাই সুউচ্চ। এভাবে তিনি যে জীবিত- সে সংবাদ শত্রুর কাছে পৌঁছে দেন। এই সাহসিকতা ও বীরত্বপূর্ণ উত্তরের প্রভাব অবিশ্বাসী বাহিনীর ওপর এত গভীর ছিল যে, যদিও এই উত্তরের ফলে তাদের সব আশা ধুলিসাৎ হয়ে যায় আর তাদের সামনে মুষ্টিমেয় আহত ও ক্ষতবিক্ষত মুসলমান দণ্ডায়মান ছিল, যাদের ওপর হামলা করে তাদেরকে হত্যা করা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে একান্ত সম্ভব ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই নারাহ্ ধ্বনি শুনে আর এই ঈমানী আবেগ-উচ্ছ্বাস

দেখে দ্বিতীয়বার হমলা করার দুঃসাহস তারা দেখাতে পারে নি, আর যেটুকু বিজয় তাদের লাভ হয়েছিল, সেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে মক্কা ফিরে যায়।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনওয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২৫২-২৫৩)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) একটি আয়াতের ব্যাখ্যায় আরো বলেন-

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থাৎ যারা এই রসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করে, তাদের ভয় করা উচিত যে, কোথাও তাদের ওপর খোদার শাস্তি না নেমে আসে বা কোথাও তারা কোন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তিতে না নিপতিত হয়। যেমন দেখ! ওহুদের যুদ্ধে এই নির্দেশ অমান্য করার কারণে ইসলামী বাহিনীর কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে! মহানবী (সা.) একটি পাহাড়ি গিরিপথের সুরক্ষার জন্য ৫০ জন সৈন্য মোতায়েন করেছিলেন আর এই গিরিপথ (কৌশলগত দিক থেকে) এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তিনি তাদের অফিসার আব্দুল্লাহ্ বিন জুবায়ের আনসারি (রা.) কে ডেকে বলেন যে, আমরা মারা যাই বা বিজয়ী হই, তোমরা এই গিরিপথ ছাড়বে না। কিন্তু অবিশ্বাসীরা যখন পরাজিত হয় আর মুসলমানরা তাদের পিছু ধাওয়া আরম্ভ করে তখন এই গিরিপথে যেসব সিপাহীরা মোতায়েন ছিল তারা তাদের অফিসারকে বলে যে, বিজয় ইতিমধ্যে হস্তগত হয়েছে, আমাদের এখানে থাকা অর্থহীন। আমাদের অনুমতি দিন যেন আমরাও জিহাদে যোগদানের পুণ্য লাভ করতে পারি। তাদের অফিসার তাদেরকে বোঝান যে, দেখ! মহানবী (সা.) এর নির্দেশ লঙ্ঘন করো না। মহানবী (সা.) বলেছিলেন, বিজয় হোক বা পরাজয়, তোমরা এই গিরিপথ পরিত্যাগ করবে না। তাই আমি তোমাদের যাওয়ার অনুমতি দিতে পারি না। মানুষ অর্থাৎ তার সাথিরা বলে যে, মহানবী (সা.) এর কথার অর্থ এটি ছিল না যে, বিজয় লাভ হলেও তোমরা এখান থেকে নড়বে না। তাঁর কথার উদ্দেশ্য ছিল শুধু জোর দেওয়া। এখন যেহেতু ইতিমধ্যেই বিজয় লাভ হয়েছে, তাই এখানে এখন আমাদের আর কাজ কি? হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লিখেন, তারা খোদার রসূলের নির্দেশের ওপর নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রাধান্য দিয়ে সেই গিরিপথ ছেড়ে দেয়। শুধু তাদের অফিসার এবং কয়েকজন সিপাহী অর্থাৎ আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের এবং তার কয়েকজন সাথি রয়ে যান। কাফের বাহিনী যখন মক্কার দিকে ফিরে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ খালিদ বিন ওয়ালিদ পিছনে ফিরে তাকান আর গিরিপথ খালি দেখেন। তিনি আমর বিন আল আস-কে ডাকেন, তারা উভয়ে তখনো ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি, আর বলেন যে, দেখ কত বড় সুবর্ণ সুযোগ! আস আমরা পুনরায় মুসলমানদের ওপর হামলা করি। অতএব উভয় সেনাপতি তাদের পলায়নপর সৈন্যদের জড়ো করে এবং ইসলামী বাহিনীর বাহু কর্তিত করে পাহাড়ে আরোহন করে। আর গুটিকতক মুসলমান, যারা সেখানে উপস্থিত ছিল আর শত্রুদের মোকাবিলার শক্তি রাখত না, তাদেরকে তারা টুকরো টুকরো করে দেয় আর পেছনের দিক থেকে ইসলামী বাহিনীর ওপর হামলা করে বসে। কাফেরদের এই হামলা এত অতর্কিত ছিল যে, মুসলমান, যারা বিজয়-উল্লাসে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারা শত্রুর সামনে দাঁড়াতে পারে নি। কেবল গুটিকতক সাহাবী ছুটে এসে মহানবী (সা.) এর চতুর্পাশে সমবেত হন, যাদের সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ কুড়ি জন। কিন্তু এই গুটিকতক ব্যক্তির জন্য কতক্ষণ শত্রুর মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল! অবশেষে কাফের সৈন্যদের এক ঢেউয়ের স্রোতে মুসলমান বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। আর রণক্ষেত্রে মহানবী (সা.) নিঃসঙ্গ থেকে যান। সে অবস্থায় তার শিরস্ত্রাণে একটি পাথর লাগে, যে কারণে শিরস্ত্রাণের কিলক তার মাথায় ঢুকে যায়। তিনি চেতনা হারিয়ে একটি গর্তে পড়ে যান। (যেভাবে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, একজন সাহাবী সেই কিলক বের করেন, আর তার দাতও ভেঙে যায়।) কতক দুষ্কৃতকারী ইসলামী বাহিনীর ক্ষতির উদ্দেশ্যে এই গর্ত খনন করে ঢেকে রেখেছিল। অর্থাৎ একটি গর্ত খনন করে তার ওপর খড়কুটো রেখে দিয়েছিল, বোঝা যাচ্ছিল না যে, এটি একটি গর্ত। মহানবী (সা.) এরই মধ্যে পড়ে যান। এরপর আরো কিছু সাহাবী শহীদ হন আর তাদের মরদেহ মহানবী (সা.) এর ওপর গিয়ে পড়ে। আর মানুষের মাঝে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। কিন্তু সেসব সাহাবী, যারা অবিশ্বাসী বাহিনীর সংখ্যাধিক্যের কারণে পেছনে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, অবিশ্বাসীদের পেছনে যেতেই পুনরায় মহানবী (সা.) এর চতুর্পাশে সমবেত হন, তারা তাকে (সা.) গর্ত থেকে বের করেন। স্বল্পক্ষণ পর মহানবী (সা.) এর চৈতন্য ফিরে আসে। তিনি রণক্ষেত্রে চতুর্দিকে লোক পাঠিয়ে দেন যেন মুসলমানরা পুনরায় সমবেত হয়। তিনি (সা.) তাদেরকে সাথে নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রয় নেন।

ইসলামী বাহিনীকে কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের পর একটি সাময়িক পরাজয়ের গ্লানি এজন্য সইতে হয়েছে যে, তাদের গুটিকতক ব্যক্তি, (এ কথাটি শোনার সাথে সম্পর্ক রাখে, তিনি (রা.) উপসংহার টেনেছেন যে, ইসলামী বাহিনীর কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভের পর একটি সাময়িক পরাজয়ের গ্লানি এজন্য সইতে হয়েছে বা এজন্য ক্ষতি হয়েছে যে, তাদের গুটিকতক ব্যক্তি) মহানবী (সা.) এর একটি নির্দেশ লঙ্ঘন করেছে। তারা তার নির্দেশ বাস্তবায়নের পরিবর্তে নিজেরা (কথার) ব্যাখ্যা আরম্ভ করেছে। যদি তারা মহানবী (সা.) এর পেছনে সেভাবে চলতো যেভাবে নাড়ির গতি হৃদস্পন্দনের অনুবর্তিতা করে থাকে, যদি তারা বুঝতো যে, মহানবী (সা.) এর একটি নির্দেশের ফলে সারা পৃথিবীকেও যদি প্রাণ জলাঞ্জলি দিতে হয় তাহলে সেটিও তুচ্ছ। ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা করে তারা যদি সেই পাহাড়ি গিরিপথ পরিত্যাগ না করত, যে পথে মহানবী (সা.)তাদেরকে এই নির্দেশনা দিয়ে দাঁড় করিয়েছিলেন যে, আমরা বিজ য়ী হই বা মারা যাই, তোমরা এই স্থান থেকে বিচ্যুত হবে না, তাহলে শত্রু দ্বিতীয়বার হামলা করারও সুযোগ পেতো না আর মুহাম্মদ (সা.) এবং তার সাহাবীদেরও কোন ক্ষতি হতো না। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে মুসলমানদের মনোযোগ এই দিকে আকর্ষণ করেছেন যে, যারা মহানবী (সা.) এর নির্দেশাবলী পূর্ণরূপে শিরোধার্য করে না আর ব্যক্তিগত ব্যাখ্যাকে তাঁর নির্দেশাবলীর ওপর অগ্রগণ্য জ্ঞান করে, (অর্থাৎ নিজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আরম্ভ করে) অর্থ করা আরম্ভ করে, তাদের ভয় করা উচিত যে, কোথাও তারা ভয়াবহ কোন শাস্তির শিকার না হয়ে যায়। এক কথায় বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা সাফল্য পেতে চাও তাহলে তোমাদের কাজ হওয়া উচিত এক হাতের ইশারায় ওঠা এবং বসা। যতদিন এই চেতনা জাগ্রত থাকবে মুসলমানরাও জীবিত থাকবে। আর যেদিন এই চেতনা হারিয়ে যাবে সেদিন ইসলাম তো অবশ্যই জীবিত থাকবে কিন্তু খোদার হাত তাদের ধ্বংস করে দিবেন যারা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্(সা.) এর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায়। "

(তফসীর কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪১০-৪১২

আজ দেখুন অবিকল এটিই মুসলমানদের চিত্র। তাদের সাথে খোদার সাহায্য নেই। মুহাম্মদ (সা.) এর নির্দেশ ছিল যে, আগমনকারী মসীহ্ এবং মাহদীকে মানবে, তাকে আমার সালাম পৌঁছাবে। তাকে হাকাম ও আদাল হিসেবে বিশ্বাস করবে। এখন তারা এসব কথার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা আরম্ভ করেছে। এর ফলাফলও দেখুন (কী দাঁড়াচ্ছে)। এখানে আহমদীদের জন্য একটি শিক্ষনীয় দিক ও সতর্কবানী রয়েছে যে, মসীহ্ মওউদ (আ.) কে গ্রহণ করার পর পূর্ণ আনুগত্যই সাফল্য এবং বিজয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করবে। অতএব প্রত্যেকের নিজ নিজ অবস্থা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে যে, সে আনুগত্যের কোন মানে রয়েছে।

ইতিপূর্বে বলা হয়েছিল যে, আবু সুফিয়ানের সাথে ছিল ইকরামা বিন আবু জাহল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অবশ্য আরেক জন সাহাবীর কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ হযরত আমর বিন আস এর কথা উল্লেখ করেছেন যিনি গিরিপথে হামলা করেছিলেন। অন্য কিছু রেওয়ায়েতে ভিন্ন কতক নামেরও উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে রিসার্চ সেল-এর বিস্তারিত গবেষণা অনুসারে সীরাত গ্রন্থে খালিদ বিন ওয়ালিদের সাথে ইকরামার নামও উল্লেখ করা হয়েছে।

(শারাহ যারকানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪১২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা প্রকাশিত)

কিন্তু এটিও উল্লেখ রয়েছে যে, মুশরিকরা তাদের অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব যাদের হাতে ন্যস্ত করেছিল তাদের একজন ছিল আমর বিন আস।

(তারিখুল খামিস, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৯১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা প্রাকাশিত)

এ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, খালিদ বিন ওয়ালিদ গিরিপথ খালি পেয়ে অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে হামলা করে আর ইকরামা বিন আবু জাহল তার পিছনে আসে। এভাবে এই তিনটি বিষয়কে যদি এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় তাহলে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর উদ্বৃতি এবং ইতিহাসের অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়াদির মাঝে সমন্বয় এভাবে সৃষ্টি করা যায় যে, যেহেতু মুশরেক অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন হযরত আমর বিন আস, তাই তিনিও হয়ত তাদের সাথে থেকে থাকবেন। অর্থাৎ আবু সুফিয়ান, ইকরামা এবং আমর বিন আস এই তিনজন হয়ত একত্রে ছিলেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই রেওয়ায়েতগুলোতে কোন বিরোধ দেখা যায় না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরের শাহাদতের ঘটনার বিবরণ হলো- যখন খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং ইকরামা বিন আবু জাহল আক্রমণ হানে তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের তির নিক্ষেপ করন। এক পর্যায়ে তার তির ফুরিয়ে যায়। এরপর তিনি বর্শা দ্বারা শত্রুর মোকাবেলা করেন আর তার বর্শাও ভেঙে যায়। এরপর তিনি তরবারির মাধ্যমে যুদ্ধ করেন। এক পর্যায়ে

তিনি শহীদ হন। ইকরামা বিন আবু জাহল তাকে হত্যা করে। তিনি যখন ভূপাতিত হন, শত্রুরা তার মরদেহ টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় এবং খুবই ন্যাক্কারজনকভাবে তার অঙ্গচ্ছেদ করে। বর্শা দ্বারা তার দেহকে এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত করে যে, তার অন্ত্রও বেরিয়ে আসে।

হযরত খাওয়াত বিন যুবায়ের বলেন, যখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরের এই অবস্থা হয় তখন মুসলমানরাও ফিরে আসে আর আমিও তাদের সাথে ছিলাম। (নিজের অবস্থা তিনি বর্ণনা করেন যে,) আমি এমন এক স্থানে হাসি যেখানে কেউ হাসে না। আর সেই স্থানে তন্দ্রাচ্ছন্ন হই যেখানে কেউ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় না। আর সেখানে কার্পণ্য করেছি যেখানে কেউ কার্পণ্য করে না। অর্থাৎ এই তিনটি অবস্থা কখনো এমন পরিস্থিতিতে কারো ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে না। তাকে বলা হলো যে, কী সেই অবস্থা, আপনি কেন এমনটি করলেন? হযরত খাওয়াত বলেন, আমি উভয় বাহু ধরে আর আবু হান্না উভয় পা ধরে হযরত আব্দুল্লাহ্কে উঠিয়েছি। আমি আমার পাগড়ি দিয়ে তার ক্ষতস্থান বেঁধে দিয়েছি। আমরা যখন তাকে উঠাই তখন মুশরিকরা কিছুটা দূরে অবস্থান করছিল। আমার পাগড়ি তার ক্ষতস্থান থেকে খুলে নিচে পড়ে যায়। এর ফলে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরের অন্ত্র বাইরে বেরিয়ে আসে। আমার সাথি হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। আর শত্রু কাছে মনে করে পিছনের দিকে তাকাতে থাকে। তখন আমার এটি ভেবে হাসি পায়( যে, এ কি করছে।) এরপর এক ব্যক্তি তার বর্শা নিয়ে এগিয়ে আসে আর তা আমার গলার কাছে নিয়ে আসে। তখন আমার ওপর তন্দ্রা ছেয়ে যায়। আর বর্শা সরিয়ে নেওয়া হয়। (এটিও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার জন্য একটি সাহায্য ছিল। তন্দ্রা কেন আসে? আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এটি আসে। অর্থাৎ সেই অবস্থায় আমি কিছু করতে পারতাম না। বর্শা একেবারে আমার গলার কাছে ছিল। কিন্তু এরপর বর্শা সরিয়ে নেওয়া হয়।) আর আমি যখন আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরের জন্য কবর খনন করছিলাম তখন আমার কাছে আমার ধনুক ছিল আর পাথর ছিল খুবই শক্ত। তখন আমরা লাশ নিয়ে উপত্যকায় নেমে পড়ি। তখন আমি আমার ধনুকের প্রান্ত দ্বারা কবর খনন করি। ধনুকে তন্ত্রী বাঁধা ছিল। আমি বললাম যে, আমি এই তন্ত্রী নষ্ট করব না। এরপর আমি এটি খুলে দিই। আর ধনুকের প্রান্ত দ্বারা কবর খুঁড়ে আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়েরকে কবরস্থ করি।

(আততাবকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬২-৩৬৩)

আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের এবং তার সাথিদেরকে বিশ্বস্ততার সাথে নির্দেশের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব অনুধাবনকারী বানিয়েছিলেন, আমাদেরকেও তৌফিক দিন যেন আমরাও সেভাবে নির্দেশ অনুধাবন করতে পারি আর পূর্ণ আনুগত্যকারী হতে পারি। আর এভাবে সবসময় খোদার কৃপার উত্তরাধিকারী হতে থাকি।

নামাযের পর আমি এক ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়াব, যা কানাডার নাদের আলহুসনি সাহেবের জানাযা। তিনি ২০ ডিসেম্বর ৮৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। **ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।** মরহুম একজন পুণ্যবান, নিবেদিত প্রাণ এবং সৎ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তার আর্থিক কুরবানী ছিল উন্নত মানের। মরহুম একজন মূসী ছিলেন। তার ছেড়ে যাওয়া আত্মীয়স্বজনের মাঝে রয়েছেন স্ত্রী এবং পুত্র, যারা আহমদী নয়। তিনি আব্দুর রউফ আলহুসনি সাহেবের পুত্র ছিলেন যিনি ১৯৩৮ সনে তার ভাই মুনির আলহুসনি সাহেবের বয়আতের পর বয়আত গ্রহণ করেন। আব্দুর রউফ সাহেবও অত্যন্ত সংযমী, মিতবাক ও মুত্তাকী মানুষ ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সিরিয়া সফরে একবার আব্দুর রউফ সাহেবের ঘরে নৈশভোজে যান। নাদের আলহুসনি সাহেবের মাঝে তাঁর পিতার বৈশিষ্ট্যাবলী বিদ্যমান ছিল। তিনিও নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

কানাডার আমীর সাহেব লিখেন, বায়তুল ইসলাম মসজিদ নির্মিত হওয়ার পর থেকে প্রত্যেক জুমুআর জন্য তিনি চার ঘন্টা গাড়ি চালিয়ে নিয়মিত মসজিদে আসতেন। আর সেদিনই সাদবারি-তে নিজের ঘরে ফিরে যেতেন। অনেক বার তাকে বলা হয়েছে যে, জুমুআর নামাযের পর একদিন আরাম করে পরের দিন ফিরে যাবেন, কিন্তু তিনি সবসময় নিজের বিশেষ ভঙ্গিতে কোন না কোন অজুহাত দেখাতেন আর ফিরে যেতেন যেন জামা'তের ওপর কোন প্রকার বোঝা না পড়ে। আর এই রীতি তিনি তার অন্তিম ব্যাধিতেও ধরে রাখেন। আর বছরের পর বছর বায়তুল ইসলাম মসজিদে জুমুআর নামাযের মুয়াযযেনও তিনিই ছিলেন। তার আযান দেওয়ার একটি স্বতন্ত্র ভঙ্গী এবং ধরণ ছিল। তিনি হৃদয়ে এক অভাবনীয় আবেগ ও উচ্ছ্বাস লালন করতেন, যার ফলে শ্রোতারাও মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হয়ে যেত।

তার অআহমদী স্ত্রী সুমাইয়া সাহেবা লিখেন, আল্লাহ্ তা'লা নাদের আলহুসনি সাহেবকে স্বীয় সুবিস্তৃত জান্নাতে স্থান দিন। তিনি নিজের পরিবার এবং জামা'তের জন্য খুবই সৎ, সরলপ্রাণ, পবিত্র, বিশ্বস্ত এবং নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। প্রত্যেক অভাবীর অভাব মোচনের চেষ্টা করতেন এবং খুবই স্নেহপূর্ণ আচরণ করতেন। সাধ্য অনুসারে গোপনে এক অ-আহমদী মহিলার সাহায্য করতেন। আমরা যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতাম, মরহুম নাদের সাহেব প্রথমে বাজারে গিয়ে তার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করতেন, এরপর তার ঘরে যেতেন, আর মৃত্যু পর্যন্ত এই রীতি অব্যাহত ছিল। তিনি বলেন, আমি আমার জীবনে রোগ ব্যাধিতে তার মতো ধৈর্যশীল মানুষ দেখি নি। মুখে সবসময় **আলহামদুলিল্লাহ্** শব্দ থাকতো। খোদাভীতিতে পূর্ণ হৃদয়ে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতেন। পাঁচ বেলার নামায এবং তাহাজ্জুদ নিয়মিত পড়তেন। পরিচিত প্রত্যেক ব্যক্তি তার এই নেক প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত।

কানাডা থেকে মুতাযেল কাযাক সাহেব লিখেন, সিরিয়ায় অবস্থানকালে নাদের আলহুসনি সাহেব সম্পর্কে শুনেছিলাম। হুসনি পরিবার খিলাফতের প্রতি নিজেদের আনুগত্য ও সম্পৃক্ততার জন্য জামা'তে সুপরিচিত। কানাডা পৌছার পর শ্রদ্ধেয় নাদের আলহুসনি সাহেবের সাথে মসজিদে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি খুবই নেক স্বভাবের একজন হাসিখুশি মানুষ ছিলেন। তার সাথে কথোপকথনের সময় আমি খিলাফতের প্রতি তার ভালোবাসা এবং মসজিদের বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ দেখে খুবই প্রভাবিত হয়েছি। নামাযের প্রতি তার নিষ্ঠা থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। তিনি বলেন, তার ইন্তেকালের পর তার স্ত্রী এবং পুত্র টরোন্টো আসে। জামাতী ব্যবস্থাপনার অধীনে এই অধমের তাদের সেবা করার সুযোগ হয়। তার দাফন কাফনের ব্যবস্থা করার তৌফিক লাভ হয়। তার স্ত্রী আমাকে বলেন যে, আমাদের এলাকায় তিনটি মসজিদ রয়েছে। মুসলমানদের মসজিদের সকলেই আমাকে তার জানাযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছে। কিন্তু আমি তাদেরকে এই উত্তর দিয়েছি যে, তার শবদেহ সেখান থেকেই উত্থিত হবে যে মসজিদে তিনি নামায পড়তেন। তিনি বলেন, মরহুমের কফিন কবরে নামানো হচ্ছিল, কাযাক সাহেব বলেন, আমার চাচা আলহাজ্জ সামী কাযাক সাহেবের একটি কথা মনে করে আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। মৃত্যু শয্যায় আমি তার কাছেই ছিলাম। অর্থাৎ যখন তার চাচার মৃত্যু হয় সেই সময়। একদিন তিনি কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বলেন যে, হযরত আমীরুল মু'মিনীনকে সংবাদ দাও যে, আমি তাকে ভালোবাসি আর জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব। আমার মনে হয় তৃতীয় খিলাফতের সময় তিনি ইন্তেকাল করেছেন। যাহোক যখনই হোক, এই ছিল তার নিজের বাক্য। কাযাক সাহেব মরহুম নাদের সাহেব সম্পর্কে বলেন যে, মরহুম নাদের সাহেব সম্পর্কেও এটিই আমার মতামত। তিনিও খিলাফতের সাথে গভীর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখতেন। এমন লোকদের ক্ষেত্রেই খোদার এই কথা সত্য যে

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۫ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ۔ (الاحزاب:24)

কাযাক সাহেব বলেন যে, খলীফাদের সাথে মরহুমের স্মৃতিবিজড়িত অনেক ঘটনাবলী রয়েছে। ১৯৫৫ সনে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সিরিয়া আসেন। তিনি হুযূরের সাহচর্য লাভে ধন্য হন। ১৯৫৫ সনের ৩রা মে তারিখে সিরিয়ার আহমদীদের সাথে একটি অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তাদের সাথে আরবী ভাষায় কথোপকথন করেন। সেই ঐতিহাসিক বৈঠক সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, এই আজকের এই বৈঠকটি একটি ঐতিহাসিক বৈঠক। এর কারণ হলো, আজ থেকে অর্ধ শতাব্দিকাল পূর্বে যখন আপনাদের অনেকের জন্মও হয়নি, তখন আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর প্রতি এলহাম করেছেন **'ইয়াদউনা লাকা আবদালুশ শাম ওয়া ইবাদুল্লাহে মিন আরাব'**। অর্থাৎ সিরিয়ার আবদাল ও পুণ্যবান আরবরা তোমার জন্য দোয়া করবে। অর্থাৎ মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সিরিয়ার আহমদীদের বলেন যে, আজকে আপনাদের উপস্থিতিতে খোদার এই কথা পূর্ণতা লাভ করেছে।

## ইমামের বাণী

**" আমি মসীহ্ মাওউদ (প্রতিশ্রুত মসীহ্) এবং সেই ব্যক্তি যার আগমণের খবর নবীগণ দিয়ে গেছেন। আমার সম্পর্কে এবং আমার যুগ সম্পর্কে তৌরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে খবর লেখা আছে।"**

**দোয়াপ্রার্থী:** ( দাফেউল বালা, পৃ: ১৯)

আব্দুর রহমান খান, জেনারেল ম্যানেজার (Lily Hotel) গৌহাটি

জনাব নাদের আলহুসনি সাহেবের হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর সাথে এই সফরের কিছু স্মরণীয় ছবিও রয়েছে। তার ভাগ্নে আম্মার আল মিসকি সাহেব, যিনি লন্ডনে থাকেন আর তবশীরে কাজ করেন, তিনি বলেন, চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের সাথে তার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের একটি বইয়ের আরবী অনুবাদও করেছেন। জামা'তের সাথে তার সুদৃঢ় সম্পর্ক ছিল। মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খলীফাদের সম্পর্কে কোন অপছন্দনীয় কথা সহ্য করতেন না। একবার তিনি তার দুই ভাইয়ের সাথে কোন এক অ-আহমদীর ঘরে সমবেদনা ও শোকজ্ঞাপন করতে যান। সেখানে সিরিয়ার এক প্রসিদ্ধ আলেম শেখ আলবানী সাহেবও তার বেশ কিছু শিষ্যসহ উপস্থিত ছিলেন, যারা মরহুম নাদের আলহুসনি সাহেব এবং তার ভাইদের আহমদী হওয়া সম্পর্কে অবগত ছিলেন।এই কারণে তারা আহমদীদের সাথে অন্যান্য মৌলভীদের মাঝে যে বিতর্কিত বিষয়াদি আছে সে সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করে। তাদের একজন যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সম্পর্কে অমার্জিত ভাষা ব্যবহার করে তখন আমার মামা নাদের আলহুসনি সাহেব উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে বলেন, যদি তোমাদের কারো সাহস থাকে তাহলে আমার সাথে মুনাযেরা কর। অথচ তারা কেবল তিন ভাই ছিলেন আর শেখ আলবানী সাহেবের সাথিদের সংখ্যা পনের বা ততোধিক অধিক ছিল। তাদের একজনও মুনাযেরার সাহস দেখায় নি। বরং মুনাযেরা করার পরিবর্তে তারা ঝগড়া আরম্ভ করে আর তাদের তিনজনের ওপর আক্রমণের চেষ্টা করে। কিন্তু সমবেদনা জানাতে আসা অন্য লোকদের হস্তক্ষেপে রক্ষা হয়। শিক্ষাজীবনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বাণী প্রচারের কোন সুযোগ তিনি হাতছাড়া করতেন না। স্কুলের পড়াশোনা শেষ করার পর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য তিনি আমেরিকা চলে যান। শেষ বর্ষে এক ইহুদীর সাথে ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে বিতর্ক আরম্ভ হয়ে যায়। তাদের কাছে কোন যুক্তি প্রমাণ ছিল না, তারা অর্থাৎ বিরোধী শ্রেণি গিয়ে প্রিন্সিপালকে বলে যে, একে কলেজ থেকে বহিষ্কার করুন, নতুবা আমরা তার ওপর এমন অপবাদ আরোপ করবো যে, সে পড়ালেখা শেষ করতে পারবে না। যাহোক অধ্যক্ষের পরামর্শে মরহুম নিজেই কলেজ পরিবর্তন করেন আর আমেরিকা ছেড়ে কানাডা চলে আসেন। তার পুরো মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খলীফাদের রচনাবলী। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর আরবী পুস্তকাবলী নিজ কণ্ঠে তিনি রেকর্ড করেছেন। উর্দূ ভাষা শেখারও চেষ্টা করছিলেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর ফার্সি কবিতার আরবী ভাষায় অনুবাদও করতেন। নিজের আরবী এবং ইংরেজি ভাষার সমূহ দক্ষতা অনুবাদের কাজে ব্যয় করেন। তিনি কুরআনের Five Volume English Commentary-এর প্রথম খণ্ডের আরবী অনুবাদের জন্য গঠিত অনুবাদ কমিটিতেও তিনি ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বই থেকে জ্ঞান আহরণ করে ইসলামের বিরোধীদের আপত্তি খণ্ডন করে আরবী ভাষায় কিছু বইও তিনি লিখেছেন যেসব বইয়ের একটির নাম হলো- 'মহান রসূল মুহাম্মদ (সা.) এর আগমন সম্পর্কে অতীতের ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ'। ইসলামী বই-পুস্তকের তার ব্যক্তিগত একটি বড় লাইব্রেরি ছিল। সেটি সম্পর্কে তিনি ওসীয়্যত করে গেছেন যে, এটি যেন তার ইন্তেকালের পর জামা'তের হাতে সোপর্দ করা হয়।

আব্দুল কাদের অওদা সাহেব বলেন, তিনি জামা'ত সম্পর্কে কিছু বইপুস্তকও লিখেছেন আর ব্যক্তিগত খরচে তা প্রকাশও করেছেন। তিনি জামা'ত এবং খিলাফতের প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণকারী এক নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। মানুষের কাছে চাঁদার গুরুত্ব স্পষ্ট করতেন।

আব্দুর রাজ্জাক ফারায সাহেব জামা'তের একজন মুবাল্লেগ এবং কানাডা জামেয়ার একজন শিক্ষক, তিনি বলেন, মরহুম খুবই ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞতার চেতনায় সমৃদ্ধ এক ব্যক্তি ছিলেন। জীবনের অন্তিম কয়েকটি বছর তিনি মুখে কোন খাবার খেতে পারতেন না। মেশিনের মাধ্যমে পেটে খাদ্য প্রবেশ করানো হত। এমতাবস্থায়ও স্বাস্থ্য কিছুটা ভালো হলে সফর করে জুমুআর জন্য মসজিদে চলে আসতেন। সিরিয়ার অবস্থার অবনতির কারণে আরব আহমদীরা যখন কানাডা আসে তখন তিনি তাদের সাথে গভীর স্নেহ এবং আন্তরিক উষ্ণতার সাথে মিলিত হতেন আর বলতেন যে, এ দেশে নিজের সন্তান-সন্ততিকে রক্ষা করার একমাত্র মাধ্যম হলো জামা'ত এবং মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকা।

কানাডার একজন মুরব্বী হলেন মুসলেহ্ উদ্দীন শমুর সাহেব। তিনি বলেন, নাদের আলহুসনি সাহেব খলীফাতুল মসীহ্র খুতবা শুনে সেগুলো প্রিন্ট করে আবার পড়তেন এবং এরপর এগুলো একটি ফাইলে সংরক্ষিত করতেন। ঘরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর আরবী পুস্তকাবলী এবং তফসীরে কবীরের দশ খণ্ডের আরবী অনুবাদ নিজের কণ্ঠে রেকর্ড করে সংরক্ষণ করেছেন আর জুমুআর জন্য আসা যাওয়ার সময় সেগুলো শুনতেন। বা কোন সময় তিলাওয়াত শুনতেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এর কুরআনের দরসের আরবী অনুবাদ যখন টেলিভিশনে সম্প্রচার হওয়া আরম্ভ হয় সেগুলোও রেকর্ড করে নিজের কাছে সংরক্ষণ করেন। তিনি বলেন, আমি বেশ কয়েকবার তার ঘরে গিয়েছি। যখনই সেখানে অবস্থান করতাম, প্রত্যেক দিন ফজরের নামাযের দেড় বা দুই ঘন্টা পূর্বে তাহাজ্জুদ নামাযের সময় আমি তার ক্রন্দন এবং আকুতি-মিনতি শুনতাম। কখনো টেলিভিশন দেখলে তিনি শুধু এম টি এ দেখতেন বা কোন কোন সময় সংবাদ দেখতেন। একবার তার এম টি এ খারাপ হয়ে গেলে তাৎক্ষনিকভাবে সংবাদ পাঠান যে, এম টি এ ঠিক করে দিন। কেননা এটি ছাড়া সময় কাটানো কঠিন। শমুর সাহেব এটিও লিখেন যে, তিনি নামাযে এই দোয়া করতেন যে, 'আল্লাহুম্মা আতমিম আলাইনা নি'মাতাল খিলাফাতে'। অর্থাৎ হে আল্লাহ্ আমাদেরকে খিলাফতরূপী নিয়ামত থেকে সর্বোত্তম কল্যাণ লাভের তৌফিক দাও। যখনই এই দোয়া করতেন, কান্নায় ভেঙে পড়তেন। তিনি বলেন, আমার সামনে বেশ কয়েকবার এই ঘটনা ঘটেছে।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আর তার পুত্র এবং স্ত্রীকেও তৌফিক দিন যেন তারাও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আতকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। আর তাদের পক্ষে মরহুমের জন্য সব দোয়া গৃহীত হোক।

*****❖*****❖*****❖*****

১ম পাতার শেষাংশ.....

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যখন কোন ব্যক্তি বার বার বিলাপ করে পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ্ অবশেষে বলেন, 'আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি। এখন তুমি যা খুশি কর। এর প্রকৃত অর্থ হল, এমন ব্যক্তির হৃদয় পরিবর্তন হয়ে গেছে আর এখন থেকে প্রকৃতিগত ভাবে পাপের প্রতি তার বিতৃষ্ণা জন্মাবে। যেরূপে কোন ব্যক্তি এক মেষকে আবর্জনা ভক্ষন করতে দেখে সেও তা ভক্ষণ করার জন্য লালায়িত হয় না। অনুরূপভাবে সেই ব্যক্তিও পাপ থেকে বিরত থাকবে যাকে আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করে দিয়েছেন। মুসলমান জাতি প্রবৃত্তিগতভাবে শূকরের মাংসকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখে, যদিও সে আরও অন্যান্য হাজার হাজার অবৈধ ও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত থাকে। এই বিতৃষ্ণাপূর্ণ বস্তুটির চিত্র উপস্থাপনের মধ্যে প্রজ্ঞার বিষয়টি হল মানুষ যেন বুঝতে পারে এবং পাপ থেকে বিতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে।

## দোয়া একটি প্রতিষেধক

পাপের আধিক্য কোনও পাপ সম্পাদনকারীকে যেন দোয়া থেকে বিরত না রাখে। দোয়া হল একটি প্রতিষেধক। অবশেষে এমন ব্যক্তি জানতে পারবে যে, কিভাবে দোয়ার মাধ্যমে সে পাপের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে। যারা পাপাচারে নিমগ্ন থেকে দোয়ার গ্রহণীয়তা সম্পর্কে আশাহত থাকে এবং তওবার দিকে প্রত্যাবর্তন করে না, পরিশেষে তারা আম্বিয়াগণ এবং তাদের প্রভাবকেও অস্বীকার করে বসে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২-৩)

*(ভাষান্তর: মির্যা সফিউল আলাম, মুবাল্লিগ সিলসিলা)*

### আল্লাহ্র বাণী

**"এবং যাহারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তাহাদের সম্বন্ধে বলিও না যে তাহারা মৃত; বরং তাহারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছ না" (আল বাকারা: ১৫৫)**

দোয়াপ্রার্থী: বেগম আয়েশা খাতুন, জামাত আহমদীয়া হরহরি, মুর্শিদাবাদ

### মহানবী (সা.)-এর হাদীস

**মহানবী (সা.) বলেছেন- " যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"**

-(বুখারি ও মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: নুর আলাম, জেলা আমীর, জলপাইগুড়ি, (প:ব:)

# ঈদুল ফিতর-এর খুতবা

**আজ ঈদের দিন আমাদেরকে যেন এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং স্মরণ করায় যে, যে- পুণ্যের স্বাদ এক মাস যাবৎ আমরা গ্রহণ করে এসেছি সেগুলি অব্যাহত রাখতে হবে।**

**যে কাজের ক্ষেত্রে সত্তর থেকে আশি শতাংশ পরিণাম প্রকাশ পায় না তার জন্য সঠিক অর্থে আন্তরিকভাবে চেষ্টাই করা হয় নি।**

**তাকওয়ার পথ অনুসরণ করে সব সময় ইবাদতের ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তীতা ও পরিপূর্ণতা থাকা আবশ্যক, 'হুকুকুল ইবাদ'-এর ক্ষেত্রে মনোযোগ দিয়ে দারিদ্র পীড়িতদের প্রতি যত্নবান হওয়া, আত্মীয়-স্বজন ও নিকটজনদের প্রতি উত্তম আচরণ করা, নিজেদের অন্তরসমূহকে আমিত্ব ও অহমিকা থেকে পবিত্র রাখা এবং মানবজাতির প্রতি সহানুভুতির উচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত রাখা আবশ্যক।**

**নিজেদের সন্তানদের মধ্যেও এই অভ্যাস গড়ে তুলুন যে, বড়রা তাদেরকে ঈদের দিন ঈদের উপহার হিসেবে যা কিছু অর্থ দেয় তা থেকে কিছু না কিছু সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্যও যেন দেয়।**

**"সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতি এমন এক বৈশিষ্ট্য, যদি তা মানুষ ত্যাগ করে এবং এর থেকে দূরে সরে যায়, তবে কালক্রমে সে পশুতে পরিণত হয়।"**

**সমগ্র মুসলিম জাতি, পাকিস্তান ও ইন্ডোনেশিয়ার আহমদী এবং নিঃস্বার্থ হয়ে সেবাদানকারী ওয়াকফে যিন্দগী এবং জামাতের সেবকগণ এবং আর্থিক ত্যাগস্বীকারকারীদের জন্য দোয়ার প্রতি আহ্বান।**

## সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতি, হুকুকুল ইবাদের দায়িত্ব পালন সম্পর্ক হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে তত্ত্বজ্ঞান সমৃদ্ধ ঈদুল ফিতরের খুতবা।

**হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ১৬ ই জুন , ২০১৮,এর ঈদুল ফিতরের খুতবা (১৬ই এহসান, ১৩৯৭ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

*তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:* আজ ঈদের দিন আমাদেরকে যেন এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং স্মরণ করায় যে, যে- পুণ্যের স্বাদ এক মাস যাবৎ আমরা গ্রহণ করে এসেছি সেগুলি অব্যাহত রাখতে হবে। যে সমস্ত বিষয়ের উপর রমযান মাসে সাধারণত আমাদের দৃষ্টি থাকে সেগুলির মধ্যে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য বিষয় হল ইবাদত, সদকা, আর্থিক ত্যাগস্বীকার এবং বান্দাদের অধিকার প্রদানের প্রতি যত্নবান থাকা। এই (পুণ্য) কর্মগুলি সমবেতভাবে এক বিশেষ পরিবেশে সম্পাদন করার সময় এখন শেষ হল ঠিকই, কিন্তু একজন মোমেনের প্রকৃত কর্তব্য এবং মর্যাদা পুণ্যকে কেবল অব্যাহত রাখার মধ্যে নয়, বরং এক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের মধ্যেই নিহিত। সুতরাং কাল থেকে এবছরের ফরয রোযার দিন শেষ হয়েছে, যেদিনগুলিতে আমরা অনেক বেশি নফল (অতিরিক্ত) ইবাদতও করেছি, কিন্তু আর যে সমস্ত অন্যান্য ইবাদত এবং বান্দাদের অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়েছে তা অব্যাহত রাখা উচিত। যদি নফলের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করা উচিত। যথারীতি নামাযের প্রতি যদি মনোযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে তা অব্যাহত রাখতে হবে। যদি আত্ম সংযমের অনুশীলন হয়ে থাকে তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করতে হবে। সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতির প্রেরণা জাগ্রত হলে তার উপর নিজেকে অবিচল রাখতে হবে। অনেকে বলে, আমরা যথারীতি নামায পড়ার চেষ্টা করি, কিন্তু তারা যদি আত্মমন্থন করে দেখে তবে এটি তাদের আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র। তারা চেষ্টাই করে না, আর নামায আদায়ের প্রতি দায়িত্ব সম্পর্কে তারা সচেতনই নয়। যদি তারা বুঝত তবে তাদের এই প্রচেষ্টা কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। আর যাইহোক রমযান মাসে সাধারণত ভাল সুযোগ তৈরী হয়। কেন? কারণ, এই দিনগুলিতে সঠিক অর্থে চেষ্টা হয়ে থাকে। সাধারণত ওঠার ইচ্ছা থাকে, তবে ব্যতিক্রম হিসেবে কিছু একগুঁয়ে প্রকৃতিরও মানুষ থাকে যারা পরিবেশ দেখে লজ্জাবোধ করে না। মানুষ সাধারণত সেহরীর উদ্দেশ্যে এবং একে অপরকে দেখে উঠে যায়। সব থেকে অলস ব্যক্তিরাও সাধারণত ফজরের নামায যথাসময়ে পড়ার চেষ্টা করে। এটি যথার্থ প্রচেষ্টা আমরা যার পরিণাম প্রকাশ পেতে দেখি। অতএব সব সময় স্মরণ রাখা উচিত, যে কাজের ক্ষেত্রে সত্তর থেকে আশি শতাংশ পরিণাম প্রকাশ পায় না তার জন্য সঠিক অর্থে আন্তরিকভাবে চেষ্টাই করা হয় নি। অতএব আজ আমাদেরকে দৃঢ় সংকল্প বদ্ধ হতে হবে যে, সমস্ত পুণ্যকর্ম সম্পাদনের জন্য আমরা যথাযথ চেষ্টা করব। 'চেষ্টা করছি'- এমন আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার আমরা হব না। এটি ঘটলে তবেই আমাদের ঈদ প্রকৃত ঈদ হবে। তবে আমাদের আজকের আনন্দ সারা বছরের আনন্দকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। আর এটিই ঈদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। যদি এটি না থাকে, তবে আজকে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হওয়া, ভাল খাদ্য প্রস্তুত করা, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সাক্ষাত করা এবং আরও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা- সবই অনর্থক হবে। আজকের আনন্দের পিছনের প্রকৃত স্পৃহা হল এক মাস যে আমরা বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে নিজেদের তরবীয়তের জন্য আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে কয়েকটি বৈধ কর্ম থেকে বিরত থেকেছি, আর এই বিরত থাকার ত্যাগস্বীকার আমরা স্বেচ্ছায় করেছি। আজ আমরা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে এই এক মাস অতিবাহিত করার আনন্দ উদযাপন করছি। কিন্তু তার সঙ্গে আমরা এও অঙ্গীকার করি যে, এই মাসের অনুশীলনের কারণে 'হুকুকুল্লাহ্' এবং 'হুকুকুল ইবাদ'-এর দিকেও আমরা মনোযোগ দিতে থাকব।

অতএব আমাদের প্রত্যেকের মাথায় একথাটি ভালভাবে গেঁথে যাওয়া উচিত যে, বছরে কেবল একটি মাসই খোদা তা'লার নির্দেশ পালন করলে এবং তাঁর অধিকার প্রদান করলেই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য পুরণ হয়ে যায় নি, আর কেবল এক মাস 'হুকুকুল ইবাদ' প্রদান করলেই আমাদের উদ্দেশ্য অর্জিত হয় হয়ে যায় নি। আমাদের উদ্দেশ্য তখনই পূর্ণ হবে যখন আমরা এবিষয়গুলিকে স্থায়ীত্ব দিব বা ধারাবাহিকভাবে করে যাব। আর রমযানের কারণে এই যে আলস্য ও শিথিলতা দূর হয়েছে সেগুলিকে চিরতরে দূরে রাখব। আমরা যে সমস্ত পুণ্যকর্ম করার তৌফিক লাভ করেছি সেগুলি সব সময় করে যাব যাতে আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রীতি অর্জনকারী হই এবং প্রতিটি দিনই আমাদের জন্য ঈদ হয়। প্রতিটি উদিত দিন আমাদের জন্য খোদার সন্তুষ্টি বয়ে আনে। তাই এটিই যদি আমাদের বাসনা হয়, তবে তাকওয়ার পথ অনুসরণ করে সব সময় ইবাদতের ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তীতা ও পরিপূর্ণতা থাকা আবশ্যক, 'হুকুকুল ইবাদ'-এর ক্ষেত্রে মনোযোগ দিয়ে দারিদ্র পীড়িতদের প্রতি যত্নবান হওয়া, আত্মীয়-স্বজন ও নিকটজনদের প্রতি উত্তম আচরণ করা, নিজেদের অন্তরসমূহকে আমিত্ব ও অহমিকা থেকে পবিত্র রাখা এবং মানবজাতির প্রতি সহানুভুতির উচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত রাখা আবশ্যক। আজ আমি এই ঈদের দৃষ্টিকোণ থেকে মানবজাতির প্রতি সহানুভুতি এবং 'হুকুকুল ইবাদ'-এর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। আল্লাহ্ তা'লার বান্দার অধিকার প্রদানও একটি ইবাদত, এটি ইবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত। এবিষয়ের ব্যুৎপত্তি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে স্পষ্টরূপে দান করেছেন। আজ আমরা ঈদ উদযাপন করছি। বিশেষ করে এই সমস্ত উন্নত দেশগুলিতে বসবাসকারী আহমদী এবং স্বচ্ছল আহমদীদের এদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত যে, পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ অনেক কষ্টে দিনানিপাত করছে। একটি অনুমান অনুসারে প্রায় সাড়ে একাশি কোটি মানুষ অনাহার যাপন করে। তাদের আহার জোটে না। প্রত্যহ প্রত্যেক নয় জন পিছু একজন ব্যক্তি

পেটে ক্ষুধা নিয়ে ঘুমাতে যায়, সারা দিন অনাহারে থেকে ঘুমাতে যায়। প্রতি তিন জনে একজন, বিশেষ করে শিশুরা, অপুষ্টির শিকার। এই যে পরিসংখ্যন দেওয়া হয়ে থাকে, আমার মতে এটি সঠিক নয়। এর থেকে অনেক বেশি মানুষ অনাহারে থাকে। আর এখন ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেন এবং লিবিয়া প্রভৃতি দেশে যুদ্ধের কারণে বহু মানুষ, বিশেষ করে শিশুরা, খাদ্য ও চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত, আর এই সংখ্যা সেখানে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় একটি ছবি বহুল প্রচারিত হচ্ছে যেখানে লেখা আছে যে, একজন ডাক্তার কোন শিশুকে রুটি দিচ্ছে আর সেই শিশু ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করছে যে আপনার কাছে কি এমন কোন ওষুধ আছে যা সেবন করলে আমি আর কখনও ক্ষুধা অনুভব করব না। ডাক্তার শিশুর এই কথা শুনে কেঁদে ফেলে। ছবিটি ভুল হোক বা সঠিক, কিন্তু বাস্তবতা হল বিশ্বজুড়ে ক্ষুধা শিশুদের এমন পরিস্থিতির মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু শিশুদের কি অবস্থা হচ্ছে, যুদ্ধ-উন্মাদদের সে বিষয়ের প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। শিশুরা তাদের পিতা-মাতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, আর এই কারণে তাদেরকে অনাহারে জীবন কাটাতে হচ্ছে।

যাইহোক এমন পরিস্থিতিতে আমরা যারা পেট ভরে খাই আর আজকের ঈদের দিনে ভাল খাদ্য খাই, তাদের মধ্যে অন্যদের তুলনায় এই চেতনাবোধ বেশি জাগ্রত হওয়া দরকার যে, আমরা যেন এই সমস্ত মানুষদের প্রতি দৃষ্টি দিই। খাদ্য তো অনেক বড় বিষয়, পৃথিবীতে এমন মানুষও বসবাস করে যারা পর্যাক্ত পরিমাণে পানীয় জলটুকুও পায় না, আর যেটুকু পায় তা এতটাই নোংরা, হয়তো আমাদের অধিকাংশ তা দেখতেও পছন্দ করবে না। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মোমেনদের লক্ষণ হিসেবে বর্ণনা করে কুরআন করীমে বর্ণনা করেছেন যে-

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا۔ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا۔(الدھر:9تا10)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ এভাবে করেছেন-

" প্রকৃত পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারীদের বৈশিষ্ট্য হল তারা কেবল খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সেই খাদ্য মিসকীন, অনাথ ও বন্দীদের খাওয়ায় যা তারা নিজেরা পছন্দ করে, আর বলে আমরা তোমাদের প্রতি কোন অনুগ্রহ করছি না। বরং এই কাজ আমরা এজন্য করি যাতে খোদা আমাদের প্রতি প্রীত থাকেন, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য এই সেবা। আমরা এর কোন প্রতিদান চাই না, আর এও চাও চাই না যে তোমরা আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"

(ইসলামী ওসুল কি ফিলাসফী, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৭)

তিনি (আ.) এবিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তু খরচ করা পুণ্য। বাজে ও অচল জিনিস খরচ করে কেউ পুণ্য করার দাবি করতে পারে না। অতএব নিজের পছন্দের জিনিস দান করা এবং নিজেকে সামান্য কষ্টের মধ্যে ফেলে অপরের খেয়াল রাখাই প্রকৃত পুণ্য। অতএব ত্যাগস্বীকার করে গরীবদের খেয়াল রাখা এবং তাদের চাহিদাবলী পুরণ করা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে, তাঁর কারণে সদকা দান করা আল্লাহ তা'লার নৈকট্য প্রদান করে এবং এটি ইবাদতের রূপ পরিগ্রহ করে। এইভাবে যদি আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে করা হয় তবে এই সেবা ইবাদতও হয়ে যায়। রমযান মাসে মানুষ নিজের নিজের শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী সদকা এবং সাহায্য করার কথা চিন্তা করে। এই চিন্তা সারা বছর থাকা উচিত, এটি যেন সাময়িক না হয়। যখন সারা বছর এই চিন্তা থাকে এবং দরিদ্রদের জন্য উৎকণ্ঠা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়ে থাকে তবে প্রতিটি দিনই ঈদে পর্যবসিত হয়ে আনন্দ বয়ে আনে। বস্তুবাদি মানুষ, বিভিন্ন দেশের সরকার এবং সংগঠন যখন নিজেদের মত করে অভাব পীড়িত দেশগুলিতে তাদের সহায়তা করার জন্য এবং তাদের ক্ষুধা নিবারনের জন্য পরিকল্পনা করে, তখন যারা খরচ করে তারা এর প্রায় সত্তর বা আশি শতাংশ নিজেদের খরচের জন্য ফিরিয়ে নেয়। কেননা, তারা এই কাজ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করে না। এই কাজ তাদেরকে অনুগ্রহের বোঝার নীচে ফেলে রাখার জন্য। অতএব এই কাজটি ইবাদতের দৃষ্টিভঙ্গিতে করা মোমেনদেরই কাজ। আর আনন্দের দিনে তারা তখনই প্রকৃত আনন্দ লাভ করে যখন অপরের প্রতি খেয়াল রাখে। জামাতের ব্যবস্থাপনার অধীনে অভাবপীড়িত দেশগুলিতে অনাথদের ব্যায়ভার বহন করা, তাদেরকে খাদ্য, বস্ত্র ও শিক্ষা প্রদান করার ব্যবস্থা রয়েছে। স্বচ্ছল জীবনযাপনকারীদের এদের প্রতি খেয়াল রাখা উচিত এবং প্রত্যেক আনন্দ উপলক্ষ্যে দরিদ্রদের জন্যও অংশ পৃথক রাখা উচিত।

এছাড়াও রয়েছে দরিদ্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসার বিষয়টি, এক্ষেত্রেও জামাত খরচ করে থাকে। পানি ও খাদ্য অভাবীদেরকে সরবরাহ করার জন্য জামাতের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা রয়েছে। দরিদ্র ছাত্রদের ব্যায়ভার বহনের ব্যবস্থা রয়েছে। এর জন্য একদিকে মানুষ যেমন নিজের পক্ষ থেকে খরচ করে, অভাবীদেরকে সাহায্য করে, তেমনি জামাতী ব্যবস্থাপনার অধীনেও যে ছাত্র সহায়তা বা রুগীদের জন্য সহায়তা বা অনাথদের জন্য তহবিল রয়েছে, সেগুলিতে নিজেদের সাধ্যানুসারে অবশ্যই কিছু না কিছু দান করা উচিত। অনুরূপভাবে কিছু অঙ্গ সংগঠন রয়েছে বা বলতে পারেন অঙ্গ সংগঠন হিসেবে জামাতের অধীনে ব্যবস্থাপনা চলে, যেমন- IAAAE নামে ইঞ্জিনিয়ারদের সংগঠন রয়েছে, যেটি পানি সরবরাহ করে। আফ্রিকার অনেক দেশে তারা টিউবওয়েল, সৌরশক্তি চালিত পাম্প স্থাপন করেছে। দুষিত জল পানকারীরা যখন পরিস্কার পানি পায় এবং সেটিও নিজেদের ঘরের সামনে পায়, তখন তাদের আনন্দের সীমা থাকে না। আমাদের মধ্যে অনেকের নিজেদের সন্তানকে পছন্দের পরিধান বা খেলনা কিনে দিলে শিশুদের মুখে যে আনন্দ ফুটে ওঠে তার থেকে অনেক বেশি আনন্দ সেই সমস্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলের অভাবপীড়িত শিশুদের মুখে আমি দেখেছি যারা নিজেদের ঘরের সামনেই পরিষ্কার পানীয় জল পেয়েছে।

অনুরূপভাবে হিউম্যানিটি ফার্স্ট-ও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজ করছে, যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- খাদ্য, পানীয়, শিক্ষা, চিকিতসা এবং অন্যান্য কাজ কিম্বা ভূমিকম্প ও ঝড়ের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আপাতকালীন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া। হিউম্যানিটি ফার্স্টের ক্ষেত্রেও জামাতের সদস্যরা এক বিশেষ আবেগ ও স্পৃহা নিয়ে কাজ করে এবং এই কাজ করতে অন্যান্য সংগঠন যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যায় করে থাকে সেই একই এরা মাত্র কয়েক হাজারে করে দেয়। সেখানে আমাদের স্বেচ্ছাসেবীরা যায়। জামাতের একটি অংশ আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এবং কায়িক পরিশ্রম করেও স্বেচ্ছায় নিজেদের সেবা দান করে থাকে। অনেক এমন আছেন যারা এই জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে না, তাদেরও উচিত আনন্দ উপলক্ষ্যে, যেরূপ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পুণ্যকর্মে অংশ গ্রহণ করা। বস্তুতঃ এই কাজে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর আপনি যে আনন্দ লাভ করবেন তা সেই সমস্ত সাময়িক আনন্দ অপেক্ষা অনেক বেশি প্রবল। অনুরূপভাবে নিজেদের সন্তানদের মধ্যেও এই অভ্যাস গড়ে তুলুন যে, বড়রা তাদেরকে ঈদের দিন ঈদের উপহার হিসেবে যা কিছু অর্থ দেয় তা থেকে কিছু না কিছু সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের দরিদ্র ছেলেমেয়েদের জন্যও যেন দেয়। সন্তানদের মধ্যে এখন থেকেই এই অভ্যাস গড়ে তুললে তা ভবিষ্যতে তাদেরকে যেমন সেবামূলক কাজ করতে, খরচ করতে, মানুষের প্রতি সহানুভুতিশীল হতে উদ্বুদ্ধ করবে, তেমনি আল্লাহ্ তা'লার কৃপার অধিকারী করে তাদেরকে জীবন পথের দুর্গমতা থেকেও রক্ষা করবে। তারা পুণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অতএব ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যেও এই প্রেরণা সঞ্চারিত হওয়া চায় আর এটিই ঈদের প্রকৃত আনন্দ। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বারবার এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, 'হুকুকুল ইবাদ' এবং পরস্পরের জন্য পুণ্যের বাসনা রাখা কতটা জরুরী। তিনি একস্থানে বলেন-

"শরীয়তের মূলতঃ দুটিই বড় অংশ এবং দিক রয়েছে যেগুলি রক্ষা করা মানুষের জন্য আবশ্যক। এক, হুকুকুল্লাহ্। দ্বিতীয়, 'হুকুকুল ইবাদ'। 'হুকুকুল্লাহ্' হল আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা, তাঁর প্রতি আনুগত্য, ইবাদত, একত্ববাদ, এবং সত্তা ও গুণাবলীতে অন্য কোন কাউকে শরিক না করা।" এটি হল হুকুকুল্লাহ্, অর্থাৎ তাঁর ইবাদত করা, তাঁকে ভালবাসা, তাঁর একত্ববাদ স্বীকার করা, কেবল মৌখিক দাবি নয়, বরং প্রত্যেক কর্ম দ্বারাও যেন এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাঁর সত্তায় যতগুলি গুণাবলী রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করা যে এ বিষয়ে তাঁর কোন শরীক হতে পারে না। এবং দ্বিতীয়ত: তিনি বলেন, " হুকুকুল ইবাদ হল নিজ ভাইদের প্রতি অহংকার, বিশ্বাসভঙ্গ এবং কোন প্রকারের অন্যায় না করা। ভিন্নবাক্যে নৈতিক বিষয়ে কোন ত্রুটি না থাকা। তিনি বলেন " বাহ্যতঃ এটি দুটি বাক্য বলেই প্রতীত হয়, কিন্তু এর বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠিন কাজ।"

তিনি বলেন, " মানুষের উপর আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপা হলে তবেই সে এই দুটি দিকের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।" অতএব আমাদের উচিত আল্লাহ্ তা'লার কৃপা অন্বেষন করা, আর কেউ যেন এর থেকে বঞ্চিত না থাকে। তিনি বলেন, পৃথিবীতে আমরা দেখি যে, কারো মধ্যে ক্রোধশক্তি বর্ধিত রূপে রয়েছে।" এরা দ্রুত রেগে যায়। " যখন সে ক্রোধে উত্তেজিত হয়, তখন না থাকতে পারে তার অন্তর পবিত্র, আর না থাকতে পারে মুখ। মনে মনে নিজ ভাইয়ের বিরুদ্ধে অশুভ চক্রান্ত করে এবং মুখ দিয়ে গালি দেয়।"

তিনি বলেন, " আমি অনেককে দেখেছি তাদের মধ্যে নিজেদের ভাইয়ের প্রতি একটুও সহানুভুতি নেই। যদি এক ভাই অনাহারে মারা যেতে

থাকে দ্বিতীয় জন ভ্রুক্ষেপ করে না এবং খোঁজখবর নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় না। কিম্বা সে যদি অন্য কোন প্রকার বিপদের মধ্যে থাকে তবে নিজের সম্পদ থেকে সামান্য অংশ খরচ করার কষ্টটুকুও করে না। হাদীস শরীফে প্রতিবেশীদের খোঁজ খবর নেওয়া এবং তাদের প্রতি সহানুভুতির নির্দেশ রয়েছে। এতদূর পর্যন্তও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি তুমি মাংস রান্না কর তবে ঝোল বেশি পরিমাণে করবে যাতে তাকেও দিতে পার। এখন কি হচ্ছে, কেবল নিজের উদরপূর্তিই হচ্ছে,কিন্তু তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। একথা মনে করো না যে প্রতিবেশী বলতে কেবল তোমার গৃহ সংলগ্ন ঘরটিকেই বোঝায়, বরং তোমার ভাইও প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত, সে যদি কয়েক কোশ দূরেও অবস্থান করে।" অতএব কিভাবে সহানুভুতি করা উচিত, কিভাবে অন্যকে আহার করানোর জন্য এক প্রকার চেষ্টা এবং মনোযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়, এটি তারই মানদণ্ড।

অতঃপর তিনি বলেন, " প্রত্যেক ব্যক্তিকে আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে, সে কতদূর পর্যন্ত এই বিষয়গুলিকে গ্রাহ্য করে এবং নিজের ভাইয়ের প্রতি সহানুভুতিপূর্ণ আচরণ করে। মানুষের উপর এই গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে আহার দাও নি। আমি পিপাসার্ত ছিলাম, তুমি আমার পিপাসা নিবারণ কর নি। আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি শূশ্রূষা কর নি। যাদেরকে এই প্রশ্নগুলি করা হবে তারা বলবে, হে আমার প্রভু! তুমি কোন্ দিন ক্ষুধার্ত ছিলে, আর আমি তোমাকে আহার করাই নি? তুমি কবে পিপাসার্ত ছিলে যে আমি তোমাকে পানি দিই নি, আর তুমি কবে অসুস্থ ছিলে যে আমি তোমার শূশ্রূষা করি নি। অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা বলবেন, আমার অমুক বান্দার এই সমস্ত বিষয়ের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তুমি তার প্রতি কোন সহানুভুতি প্রদর্শন কর নি। তার প্রতি সহানুভুতি করা আমার প্রতি সহানুভুতি করা ছিল। অনুরূপভাবে অপর একটি দলকে তিনি বলবেন, সাবাশ! তুমি আমার প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন করেছ। আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম, সেই সময় তুমি আমাকে আহার করিয়েছ। আপি পিপাসার্ত ছিলাম, তুমি আমাকে পানি পান করিয়েছ, ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন সেই দলটি বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমরা কখন তোমার প্রতি এরূপ আচরণ করেছি? আল্লাহ্ তা'লা উত্তর দিবেন, আমার অমুক বান্দার সঙ্গে তোমরা যে এরূপ সহানুভুতি প্রদর্শন করেছিলে, বস্তুতঃ তা আমার প্রতিই সহানুভুতি ছিল।" তিনি বলেন, "খোদা তা'লা সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতি অনেক গুরুত্ব রাখে আর এটি খোদার দৃষ্টিতে অত্যন্ত পছন্দনীয়। তিনি তার প্রতি নিজের সহানুভুতি প্রদর্শন করেন, এর থেকে বড় বিষয় আর কি হবে?" অর্থাৎ নিজ বান্দাদের প্রতি সহানুভুতি বা গরীবদের প্রতি সহানুভুতি করা আল্লাহ্র প্রতি সহানুভুতি করার নামান্তর। একটি উপমা দিয়ে তিনি বলেন, " সচরাচর পৃথিবীতেও এমনটিই ঘটে থাকে। যেমন যদি কোন ব্যক্তির সেবক তার কোন বন্ধুর কাছে যায় আর সেই ব্যক্তি তার সম্পর্কে কোন সংবাদ না নেয়, তবে সেই সেবকের প্রভু নিজের বন্ধুর উপর কি প্রীত হবে? কখনো না। অথচ সে তাকে কোন প্রকার কষ্ট দেয় নি। কিন্তু তবুও না। সেই ভৃত্যের প্রতি উত্তম আচরণ এবং তার সেবা যত্ন করার অর্থ হল তার মালিকের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা। অনুরূপভাবে খোদা তা'লাও তাঁর কোন সৃষ্টির প্রতি অবজ্ঞামূলক আচরণকে অপছন্দ করেন। " আল্লাহ্ তা'লা চান না কেউ তাঁর সৃষ্টিকে উপেক্ষা করুক, এবং প্রয়োজনের সময় কাজে না আসুক। তিনি বলেন, " যেহেতু খোদা তা'লার সৃষ্টি তাঁর কাছে অত্যন্ত প্রিয়, এই কারণে যে ব্যক্তি খোদা তা'লার সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতি প্রদর্শন করে, পক্ষান্তরে খোদা তা'লাকে সন্তুষ্ট করে।"

তিনি বলেন, " নৈতিক চরিত্রই যাবতীয় উন্নতির সোপান। আমার জ্ঞানে হাকুকুল ইবাদের এই দিকটিই হুকুকুল্লাহ্র দিকটিকে শক্তি প্রদান করে। " হুকুকুল ইবাদের এই দিকটি অর্থাৎ সহানুভুতিই আল্লাহ্র অধিকারকে দৃঢ়তা দান করে। আল্লাহ্র বান্দাদের প্রতি দৃঢ় সম্পর্ক তৈরী করলে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গেও দৃঢ় সম্পর্ক তৈরী হবে। তিনি বলেন, " যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি সাদাচারি, তার ঈমানকে খোদা তা'লা বিনষ্ট করেন না। মানুষ যখন খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একটি কাজ করে এবং নিজ দুর্বল ভাইয়ের প্রতি সহানুভুতি করে, তখনএই নিষ্ঠার কারণে তার ঈমান শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রদর্শনমুখিতার উদ্দেশ্যে যে আচরণ ও ভাবভঙ্গি প্রদর্শন করা হয় সেটি খোদার জন্য নয়, আর নিষ্ঠাশূন্য হওয়ার কারণে তা কোন উপকারেই আসে না। "

অতএব কুরবানী এবং চাঁদা, উভয়ই খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। আমাদের এখানে রমযান মাসে দোয়ার জন্য তালিকা প্রস্তুত হওয়ার প্রচলন রয়েছে। দোয়া লাভের জন্য সেটি অবশ্যই হোক, কিন্তু নাম প্রকাশের উদ্দেশ্যে যেন না হয়। তিনি বলেন, " অনুরূপভাবে অনেকে সরাই নির্মাণ ও অন্যান্য সেবামূলক কাজ করে। কিন্তু তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকে খ্যাতি অর্জন করা। " মুসাফিরদের জন্য সরাই নির্মাণ করে দেয়, বিশ্রামাগার বা আবাসস্থান তৈরী করে দেয়। তাদের কাছে অর্থসম্পদ থাকে, যার কারণে পানি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য কি থাকে? তিনি বলেন, " খ্যাতি অর্জন।....." তারা খোদার সন্তুষ্টির অভিলাষী নয়, যেরূপ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, অধিকাংশ ধনী দেশ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে অভাবপীড়িতদের সাহায্য করে থাকে। তিনি বলেন, " যদি কোন ব্যক্তি খোদার কারণে কোন কাজ করে, তবে তা যতই তুচ্ছ হোক না কেন, আল্লাহ্ তা'লা সেই কাজকে বিফলে যেতে দেন না, তার প্রতিদান দিয়ে থাকেন।" তিনি বলেন, " আমি তাযকেরাতুল আওলিয়ায় পড়েছি যে, একজন ওলীউল্লাহ্ বলেন, একদা ক্রমাগত কয়েক দিন বৃষ্টি হতে থাকে। বৃষ্টির সেই দিনগুলিতে আমি অগ্নি উপাসক এক আশি বছরের বৃদ্ধকে দেখেছি, যে কোঠায় চড়ে পাখিদেরকে শস্যদানা দিচ্ছিল। এই কথা চিন্তা করে যে কাফেরদের কর্ম তো বিফলে যায়, আমি তাকে বললাম, তোমার এই কর্মের কোন প্রতিদান কি তুমি পাবে? " সেই ওলিউল্লাহ কাফের অগ্নি উপাসককে জিজ্ঞাসা করল। " সেই ব্যক্তি উত্তর দিল, হ্যাঁ অব্যশই পাব। পরে সেই ওলীউল্লাহ্ই বর্ণনা করেন যে, একবার আমি হজ্জে গিয়ে দেখি সেই বৃদ্ধ অগ্নি-উপাসক (কাবাকে) প্রদক্ষিণ করছে। সে আমাকে চিনে ফেলে। সে বলে, দেখ সেই শস্য দানার প্রতিদান আমি পেয়েছি কি না? অর্থাৎ সেই শস্যদানাই ( যা আমি পাখিদের দিতাম) আমাকে ইসলামে নিয়ে আসার কারণ হয়েছে। " সেই অগ্নি উপাসক সেই পুণ্যকে জাগতিক উপকার লাভের মাধ্যম মনে করে নি, বরং এবিষয়ের উপর সন্তুষ্ট ছিল যে, সেই পুণ্য তার ইসলাম গ্রহণ করার এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম হয়েছে।

এরপর তিনি বলেন, " হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে যে, এক সাহাবী আঁ হযরত (সা.) কে জিজ্ঞাসা করেন যে, অজ্ঞতার যুগে আমি অনেক খরচ করেছি।" নিঃস্বার্থ হয়ে আমি মানুষের প্রতি সহানুভুতির বশবর্তী হয়ে খরচ করেছি। " আমি কি এর প্রতিদান পাব? আঁ হযরত (সা.) উত্তর দিলেন, তুমি যে মুসলমান হয়েছ, তা তো সেই সদকা-খয়রাতেরই সুফল।" তুমি তো সেই ফলই ভোগ করছ, কারণ আল্লাহ্ তা'লা সেই পুণ্য গ্রহণ করে তোমাকে মুসলমান হওয়ার তৌফিক দান করেছেন। তিনি বলেন, " এর থেকে বোঝা যায় যে, খোদা তা'লার কারো নিষ্ঠাপূর্ণ কোন তুচ্ছ কাজকেও বিনষ্ট করেন না। আর এও প্রমাণ হয় যে, সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতি এবং সংবেদনশীল হওয়া আল্লাহ্ তা'লার অধিকার রক্ষার কারণ হয়। " এই মানসিকতা হওয়া উচিত যে, আমরা জাগতিক স্বার্থের জন্য পুণ্য করব না, বরং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করব। আর এটি আল্লাহ্ তা'লার অধিকার রক্ষা করারও মাধ্যম হয়।

তিনি বলেন, " অতএব সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতি এমন এক জিনিষ, মানুষ যদি বর্জন করে এবং এর থেকে দূরে চলে যায়, ধীরে ধীরে জন্তুতে পরিণত হয়। মানুষের মনুষত্বের এটিই দাবি। সে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজ ভাইয়ের সঙ্গে দয়ার্দ্রতা, সদাচার এবং অনুগ্রহ প্রদর্শন করে, আর এক্ষেত্রে কোন প্রকার ভেদাভেদ করে না। যেরূপ সাদী বলেছেন-

আদম সন্তান একে অপরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। তিনি বলেন, " স্মরণ রেখ! আমার নিকট সহানুভুতির গণ্ডী অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। কোন জাতি ও ব্যক্তিকে এর থেকে যেন পৃথক না করা হয়। " কোন জাতি বিশেষের প্রতি সহানুভুতি করলাম- এমনটি যেন না হয়। বরং প্রত্যেকের সঙ্গে সহানুভুতি করতে হবে, কেউ যেন এর ব্যতিক্রম না হয়। " আমি আজকের যুগের অজ্ঞদের ন্যায় একথা বলতে চাই না, তোমরা নিজেদের সহানুভুতিকে কেবল মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখ। না, আমি বলছি, হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে তোমরা খোদার সমস্ত সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতি কর, সে যেই হোক না কেন। আমি কখনো এমন মানুষদের কথা পছন্দ করি না, যারা সহানুভুতিকে কেবল নিজেদের জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চায়। তাদের মধ্যে অনেকে এমন চিন্তাধারাও পোষণ করে," অর্থাৎ তিনি এমন মানুষদের উদাহরণ দিচ্ছেন

## যুগ ইমামের বাণী

**তোমরা কুরআন শরীফকে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পাঠ কর এবং ইহার সাথে সহিত গভীর ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর; এরূপ ভালবাসা যাহা অন্য কাহারও সাথে তোমরা কর নাই।**

**(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ৩২)**

দোয়াপ্রার্থী: আনোয়ার আলি, জামাত আহমদীয়া, অভয়পুরী (আসাম)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 31 Jan, 2019 Issue No.5

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

যে, অনেকে এমন ধারণা পোষণ করে এবং বলে, "একটি শিরার কলসে হাত ডুবিয়ে বার করার পর সেটি তিলের বস্তায় ঢোকালে হাতে যতগুলি তিল সেঁটে যায়, অন্যদের সঙ্গে ততগুলি প্রতারণা করতে পার। অর্থাৎ অন্যরা নিজেদের একটি উপমা তৈরী করে রেখেছে মিথ্যা কথা বলার জন্য এবং প্রতারণা করার জন্য নিজেদের যুক্তি সাজিয়ে রেখেছে যে, এই সীমা পর্যন্ত অনুমতি আছে। অর্থাৎ শিরায় হাত ডুবিয়ে সেটি তিলে মধ্যে ঢোকালে যতগুলি তিল হাতে লেগে যায়, আর অসংখ্য তিল হাতে লেগে থাকে। এতটা পরিমাণ ধোকা তোমরা মানুষকে দিতে পার। তো এটি তাদের অবস্থা যারা ইসলামের শিক্ষাকে বিকৃত করেছে। আমাদের উপর আল্লাহ্ তা'লার কত বড় অনুগ্রহ যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে আমরা প্রকৃত ইসলামের পথপ্রদর্শন লাভ করেছি।

তিনি বলেন, " তাদের এমন অযথা ও অমূলক কথাবার্তা (ইসলামের) প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে এবং তাদেরকে প্রায় পশুর পর্যায়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু আমি তোমাদেরকে বারংবার উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা কোনক্রমেই নিজেদের সহানুভুতির গণ্ডীকে সীমিত করবে না। সহানুভুতির জন্য সেই শিক্ষা অনুসরণ কর যা আল্লাহ্ ত'লা প্রদান করেছেন। অর্থাৎ 'ওয়া ইতায়েযিল কুরবা' - প্রথমত পুণ্যকর্ম সম্পাদনের সময় তোমরা ন্যায়নীতিকে দৃষ্টিপটে রাখবে। যে ব্যক্তি তোমাদের সঙ্গে পুণ্য করে তোমরা তার সঙ্গে পুণ্য করবে। এরপর দ্বিতীয় ধাপ হল, তোমরা পুণ্য করার ক্ষেত্রে তার চেয়েও অধিক অগ্রসর হও। এটি অনুগ্রহ। অনুগ্রহের মর্যাদা যদিও ন্যায়ের থেকে উচ্চতর এবং এটি অনেক বড় পুণ্য, কিন্তু এটিও সম্ভব যে, কখনো না কখনো অনুগ্রহকারী খোঁটা দিয়ে বসবে। কিন্তু সবার উপরের ধাপটি হল মানুষের এমনভাবে পুণ্য করা যার মধ্যে নিজের প্রতি ভালবাসার প্রতিফলন থাকে। " সেই ভালবাসা এমন হওয়া উচিত যাতে ব্যক্তিগত ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। " যার মধ্যে অনুগ্রহ প্রদর্শনের কোন অংশ না থাকে। " যেন খোঁটা না দেওয়া হয়। "যেরূপ মা সন্তানের প্রতিপালন করে, আর সেই প্রতিপালনের সে কোন প্রতিদান ও বিনিময়ের আকাঙ্খা করে না, বরং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে নিজের যাবতীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সন্তানের কারণে ত্যাগ করে দেয়।" মা নিঃস্বার্থ হয়ে সন্তানের সেবা করে। তৃতীয় পর্যায়ের পুণ্য হল এমন সেবা করা যা 'ইতায়েযিল কুরবা'-এর অন্তর্ভুক্ত। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল সন্তানের জন্য মায়ের সেবা। একজন বস্তুবাদি মানুষের মধ্যে এই পুণ্য কখনও জন্ম নিতে পারে না। এরা অনুগ্রহ পর্যন্ত সীমিত থাকে, অধিকন্তু খোঁটাও দেয়। যদি গরীব দেশগুলি তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ না করে বা তবে সেই দেশগুলির উন্নয়নের জন্য যে প্রকল্প তারা আরম্ভ করেছিল, সেগুলি থেকে হাত গুটিয়ে নেয়, এমনকি তাদের পিছনে পড়ে যায়। এই কারণেই কিছু মুসলিম দেশকে বোমাবর্ষণে লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা হচ্ছে। বড় বড় ইসলামী দেশগুলিও এই কাজই করছে। এই কারণেই ইয়েমেনকে লক্ষ্য বানানো হচ্ছে যে, একটি বড় ইসলামি রাষ্ট্র সৌদি আরবের নীতিমালার প্রতি সে পূর্ণ নতি স্বীকার করে নি। অতএব তাদের গরীবদেরকেও হত্যা কর, তাদের নিষ্পাপ শিশুদেরও হত্যা কর, মহিলাদের হত্যা কর, বৃদ্ধদেরও হত্যা কর আর প্রত্যেক শান্তিপ্রিয় নাগরিকে হত্যা কর। যখন চিন্তাধারা এই পর্যায়ে থাকে তখন খোদাকে পাওয়া যায় না। এই কাজগুলি না আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়ে থাকে, আর না এর দ্বারা আল্লাহ্‌কে পাওয়া । অতএব আজ আহমদীদের প্রথমত নিঃস্বার্থ হয়ে কাজ করা উচিত, দ্বিতীয়ত এই দোয়াও করা উচিত যে, আল্লাহ্ যেন এই অত্যাচারীদের হাতও বিরত রাখেন। এবিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি একস্থানে বলেন- " অতএব এমনভাবে পুণ্য হওয়া উচিত যাতে সেটিকে প্রবৃত্তিগত পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া যায়, কেননা যখন কোন বিষয় উন্নতি করতে করতে নিজের স্বাভাবিক উৎকর্ষে পৌঁছে যায় তখন তা পূর্ণতা লাভ করে।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৭৮-২৮৪, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

এই বিষয়টি অন্যত্র আরও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। "স্বতঃস্ফুর্তভাবে মানুষের সহানুভুতির নাম হল ' ইতায়েযিল কুরবা' আর এই (ক্রমোন্নতির) ধাপের দ্বারা খোদা তা'লার অভিপ্রায় হল, যদি তোমরা পরিপূর্ণ পুণ্যবান হতে চাও তবে নিজেদের পুণ্যকে 'ইতায়েযিল কুরবা' অর্থাৎ স্বাভাবিক পর্যায়ে উন্নীত কর। যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন বিষয় উন্নতি করতে করতে সেই স্বাভাবিক কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছায় ততক্ষণ পর্যন্ত তা পরম উৎকর্ষ লাভ করে না।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৮৩, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

তিনি বলেন, " স্মরণ রেখো! খোদা তা'লা পুণ্যকে অতিশয় পছন্দ করেন এবং তিনি চান তাঁর সৃষ্টির প্রতি সহানুভুতি করা হোক। তিনি যদি অসৎকর্মকে পছন্দ করতেন, তবে তিনি অসৎকর্ম করার উপর জোর দিতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার মর্যাদা এর থেকে পবিত্র। (সুবহানাল্লাহু তা'লা শানুহু) (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৮৫, ১৯৮৫ সালে লন্ডনে প্রকাশিত সংস্করণ)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন আমরা যেন উচ্চমান এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারী হই, বান্দাদের অধিকার প্রদানকারী হই এবং মানবতার সেবক হই, যাতে ঈদের প্রকৃত আনন্দ চিরকাল লাভ হতে থাকে।

এখন আমরা দোয়া করব। দোয়ায় নিজেদের গরিব, অভাবী ও অসহায় ভাইদেরকে স্মরণ করব। যারা নিঃস্বার্থ হয়ে হুকুকুল ইবাদের দায়িত্ব পালন করছে, তাদেরকেও দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। সমস্ত ওয়াকফীনে জিন্দগীদেরকে দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। জামাতের খিদমতকারীকেও স্মরণ রাখবেন যারা কোন না কোনভাবে খিদমত করছে। জামাতের কাজকে বিস্তৃত করতে যারা আর্থিক ত্যাগস্বীকার করছে তাদেরকেও দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। সমগ্র মুসলিম জাতির জন্য অনেক দোয়া করুন, যাতে পরস্পরকে হত্যা করা থেকে আল্লাহ্ তা'লা তাদের বিরত রাখেন। সম্প্রতি তারা রমযান মাসেও বোমাবর্ষণ করে অনেক শিশুকে অনাথ বানিয়ে দিয়েছে, অনেক মহিলাদের বিধবা বানিয়েছে আর অনেককে পঙ্গু করে দিয়েছে। শিশু, মহিলাদের নির্বিচারে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। আল্লাহ্ তা'লা অত্যাচারীর হাতকে অন্যায় থেকে বিরত রাখুন। পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়া করুন। তাদের জন্য দিনপ্রতিদিন ভূমি সংকুচিত হয়ে আসছে। ইন্ডোনেশিয়ার আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। সম্প্রতি সেখানেও কিছু অঞ্চলে নির্যাতন হয়েছে। অনুরূপভাবে আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্য দোয়া করুন, তাদেরও উপর সরকারের পক্ষ থেকে মোকদ্দমা চালানো হচ্ছে আর শাস্তিও দেওয়া হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে এদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন এবং তাদের জন্যও যেন ঈদ প্রকৃত ঈদ হয় আর তাদের জন্য প্রকৃত আনন্দ বয়ে আনে।

**********

## ইমামের বাণী

**" যদি বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ কোন অন্তরায় না থাকে, তাহা হইলে কুরআন শরীফ এক সপ্তাহের মধ্যে মানুষকে পবিত্র করিতে সক্ষম। যদি তোমরা কুরআন শরীফ হইতে বিমুখ না হও তাহা হইলে ইহা তোমাদিগকে নবী সদৃশ করিতে পারে।" (কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ২৪)**

দোয়াপ্রার্থী: আব্দুস সালাম, জামাত আহমদীয়া নারার ভিটা (আসাম)

## আল্লাহ্‌র বাণী

**" হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলগণের সহিত আছেন" (আল বাকারা: ১৫৪)**

দোয়াপ্রার্থী: গোলাম মুস্তফা, জেলা আমীর জামাত আহমদীয়া,মুর্শিদাবাদ

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.